পাক্ষিক আহ্‌মদী

নব পর্যায়ে ৫৮ বর্ষ ॥ ২১তম সংখ্যা

৭ই মহররম, ১৪১৮ হিঃ ॥ ১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৪০৪ বঙ্গাব্দ ॥ ১৫ই মে, ১৯৯৭ইং

বার্ষিক চাঁদা : বাংলাদেশ ১০০ টাকা ॥ ভারত ৩ পাউণ্ড ॥ অন্যান্য দেশ ২০ পাউণ্ড ॥

সূচিপত্র

বিষয়		লেখক	পৃঃ
তরজমাতুল কুরআন (তফসীর সহ)	:	'কুরআন মজীদ' থেকে অনুবাদ ও ব্যাখ্যা : মাওলানা মুহাম্মাদ মাযহারুল হাক	১ ৩
হাদীস শরীফ			
অমৃত বাণী : হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)	:	অনুবাদ : মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক	৫
হাকীকাতুল ওহী : মূল : হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আঃ)	:	অনুবাদ : নাজির আহমদ ভুঁইয়া	৭
জুমুআর খুৎবা	:	অনুবাদ :	
সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহের রাবে' (আইঃ)		মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ	১৩
ন্যাশনাল আমীরের দপ্তর থেকে :			১৬
চলতি দুনিয়ার হালচাল :	:	মোহাম্মদ মোস্তফা আলী	১৮
আহমদীয়া তবলিগী পকেট বুক মূল : আল্লামা কাযী মুহাম্মদ নাযীর, ফাযেল, প্রাক্তন নাযের ইসলাহ ও ইরশাদ	:	ভাষান্তর : মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	১৯
তৌহিদী জনতার অপরূপ রূপ	:	আহমদ সেলবর্সী	২৫
কবিতা : আহমদী	:	কামাল উদ্দিন আহমদ	২৮
পত্র-পত্রিকা থেকে	:		২৯
এম, টি, এ ডাইজেস্ট	:	সংকলন : আবদুল্লাহ্ শামস্ বিন তারিক	৩৬
ছোটদের পাতা	:	পরিচালক : মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	৩৭
সংবাদ	:		৪২
সম্পাদকীয়	:		৪৫

সম্পাদনা পরিষদ

মোহতারম আহমদ তৌফিক চৌধুরী—প্রধান উপদেষ্টা
জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী —উপদেষ্টা
জনাব মকবুল আহমদ খান —সম্পাদক
জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান —সহকারী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

৫৮তম বর্ষ : ২১শ সংখ্যা

১৫ই মে, ১৯৯৭ : ১৫ই হিজরত, ১৩৭৬ হিঃ শামসী : ১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৪০৪ বঙ্গাব্দ

তরজমাতুল কুরআন

সূরা আন্ নিসা—৪

৮৮। আল্লাহ্ সেই সত্তা যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নাই, তিনি অবশ্যই কিয়ামত দিবস পর্যন্ত তোমাদিগকে একত্রিত করিতে থাকিবেন যাহার সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। আর আল্লাহ্ অপেক্ষা কথায় অধিক সত্যবাদী কে? ১১ রুকু

৮৯। তোমাদের কি হইয়াছে যে, তোমরা মোনাফেকদের (৬৪৪) বিষয়ে দুই দল হইয়াছ? অথচ আল্লাহ্ তাহাদের কৃতকর্মের জন্য তাহাদিগকে বিপর্যস্ত করিয়া ফিরাইয়া দিয়াছেন। আল্লাহ্ যাহাকে পথভ্রষ্ট করিয়াছেন তোমরা কি তাহাকে হেদায়াত দিতে চাহিতেছ? এবং আল্লাহ্ যাহাকে পথভ্রষ্ট হইতে দেন তুমি তাহার জন্য কোন পথ খুঁজিয়া পাইবে না।

৯০। তাহারা কামনা করে যে, তোমরাও সেইরূপ অস্বীকার কর যেইরূপ তাহারা অস্বীকার করিয়াছে যেন তোমরা সকলেই সমান হইয়া যাও। অতএব, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় হিজরত করে ততক্ষণ পর্যন্ত তাহাদের মধ্য হইতে কাহাকেও

৬৪৪। মদীনার আশ্‌পাশের অধিবাসী মুনাফেকদের (পার্শ্ববর্তী এলাকার বেদুঈনদের) প্রতি কীরূপ ব্যবহার করা উচিত, এই বিষয়ে মো'মেনগণ মতভেদ করিতেছিল। একাংশ তাহাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হইয়া, তাহাদের প্রতি নরম ব্যবহার করার সুপারিশ করিলেন। তাঁহারা ভাবিলেন, এইরূপ করিলে, ধীরে ধীরে তাহারা সংশোধিত হইয়া যাইবে। অন্যেরা তাহাদিগকে ইসলামের জন্য এক গুরুতর বিপদ মনে করিয়া, কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করিলেন। আল্লাহ্‌র শত্রু এই বেদুঈনদের কথা নিয়া মুসলমানদের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি হওয়া কোনও মতেই উচিত নয়, এই উপদেশই এখানে মুসলমানগণকে দেওয়া হইতেছে।

(৬৪৫) বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না। অতঃপর, যদি তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয় তাহা হইলে তোমরা তাহাদিগকে ধৃত কর এবং হত্যা কর (৬৪৬) যেখানে তোমরা তাহাদিগকে পাও; এবং তাহাদের মধ্য হইতে কাহাকেও বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না এবং সাহায্যকারী রূপেও না;

৯১। কেবল ঐ সকল লোক ব্যতিরেকে যাহারা ঐ জাতির সহিত সম্পর্ক রাখে যাহাদের মধ্যে এবং তোমাদের মধ্যে কোন চুক্তি রহিয়াছে, অথবা যাহারা তোমাদের নিকট আসে এমতাবস্থায় যে, তোমাদের সহিত যুদ্ধ করিতে অথবা তাহাদের জাতির সহিত যুদ্ধ করিতে তাহাদের অন্তঃকরণ সঙ্কুচিত হয়। আর যদি আল্লাহ্ চাহিতেন, তাহা হইলে অবশ্যই তিনি তাহাদিগকে তোমাদের বিরুদ্ধে ক্ষমতা দিতেন, তখন তাহারা অবশ্যই তোমাদের সহিত যুদ্ধ করিত। অতএব, যদি তাহারা তোমাদের নিকট হইতে পৃথক হইয়া যায় ও তোমাদের নিকট শান্তি-প্রস্তাব পেশ করে সে ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাহাদের বিরুদ্ধে (আক্রমণের) কোন পথ বাকী রাখেন নাই।

৯২। শীঘ্রই তোমরা অন্য এমন কতক লোক পাইবে যাহারা তোমাদের নিকট হইতে নিরাপদ থাকিতে চাহে এবং তাহাদের নিজেদের জাতির (৬৪৭) নিকট হইতেও নিরাপদ থাকিতে চাহে। যখনই তাহাদিগকে ফিত্‌নার (৬৪৮) দিকে ফিরাইয়া দেওয়া হয় তখনই তাহাদিগকে উহাতে নিম্নমুখী করিয়া ফেলিয়া দেওয়া হয়। সুতরাং যদি তাহারা তোমাদের নিকট হইতে পৃথক না হয় এবং তোমাদের নিকট শান্তি-প্রস্তাব পেশ না করে এবং নিজেদের হাত সংযত না করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে ধৃত কর ও তাহাদিগকে হত্যা কর যেখানেই তোমরা তাহাদিগকে পাও। এবং তোমরাই এমন লোক যে, আমরা তাহাদের উপর তোমাদিগকে সুস্পষ্ট কর্তৃত্ব দান করিয়াছি।

৬৪৫। এখানে মরুভূমির বিশেষ বেদুঈনের কথা কথা বলা হইয়াছে। কুরআন মুসলমানগণকে ঐরূপ বেদুঈনদের সাথে সম্পর্ক রাখিতে নিষেধ করিয়া বলিতেছে, তাহাদের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করা কিংবা তাহাদের সাহায্য চাওয়া ঠিক হইবে না।

৬৪৬। 'কতল' শব্দটি সকল প্রকার সামাজিক সম্পর্ক ছিন্ন করা অর্থেও ব্যবহৃত হয় (২ : ৬২)। অতএব, 'উকতুলূহুম, অর্থ ইহাও হইতে পারে, "তাহাদের সহিত সকল সম্পর্ক পরিহার কর। পরবর্তী বাক্য-"তাহাদের মধ্য হইতে কাহাকেও বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না"- এই অর্থ সমর্থন করে।

৬৪৭। এখানে মনে হয় দুইটি উপজাতি-আসাদ ও গাৎফানদের কথা বলা হইয়াছে, যাহাদের সহিত মুসলমানদের কোন মৈত্রীচুক্তি ছিল না। তাহারা ছিল দ্বিমুখী নীতি দ্বারা পরিচালিত, সুযোগ-সন্ধানী। যখন তাহাদের লোকেরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য তাহাদিগকে আহ্বান জানাইল, তখন সাথে সাথে তাহারা সেই আহ্বানে সারা দিল। এই আয়াতগুলির উপদেশাবলী, যুদ্ধচলাকালীন সময়ে কিংবা মুসলিম জাতির বিপদাশঙ্কার সময়ে কার্যকরী।

৬৪৮। 'ফিৎনা' শব্দটি দ্বারা এখানে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বুঝাইয়াছে।

হাদিস শরীফ

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা : মাওলানা মুহাম্মাদ মাযহারুল হক

لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده و ولده والناس اجمعين -

বঙ্গানুবাদ—হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন : তোমাদের যে-কোন ব্যক্তি-ই ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হবে না—যতক্ষণ পর্যন্ত না সে ব্যক্তির নিকট আমি তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি এবং সকল মানুষ অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় হই। (বুখারী)

ব্যাখ্যা : কোনও কোনও হাদীসের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে হাদীসশাস্ত্রবিদগণের মধ্যে মতভেদ থাকলেও উক্ত হাদীসের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে তাদের মধ্যে কোনরূপ মতভেদ নেই। সনদ ও বক্তব্য বিষয়—উভয় দিক দিয়ে উক্ত হাদীস সর্ববাদীসম্মতরূপে একটি সহীহ্ হাদীস। উক্ত হাদীসে ঈমানের শর্ত ও তাৎপর্য বর্ণিত হওয়ায় উহা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি হাদীস। উহাতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন—কোনও ব্যক্তি ঈমান আনলে আল্লাহ্তা'লার নিকট তার ঈমান ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমান বলে পরিগণিত ও গৃহীত হবে না—যতক্ষণ পর্যন্ত না তার বিশ্বাসে ও কর্মে, তার আকীদায় ও আমলে আমি তার নিকট তার নিকটাত্মীয়গণসহ সকল মানুষ অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় ও আপন বলে বিবেচিত ও গৃহীত হই।

ঈমান আনয়নের দাবীদার ব্যক্তি আল্লাহ্তা'লার নিকট প্রকৃত মুমিন বলে পরিগণিত ও গৃহীত হতে পারে একমাত্র তখন—যখন সে ব্যক্তি তার অন্তরের প্রগাঢ় ভালবাসা দ্বারা এবং স্বীয় বাস্তব কার্যাবলী দ্বারা আল্লাহ্তা'লার নিকট প্রমাণিত করে যে, সে তাঁর রসূল (সাঃ) তথা তাঁর আদর্শকে সর্বাধিক ভালবাসে। অন্তরের ভালবাসা বাস্তব কার্যাবলী দ্বারা প্রকাশিত ও প্রমাণিত হয়। আর সেই ভালবাসা প্রগাঢ় কিনা—উহাও প্রকাশিত ও প্রমাণিত হয় মানুষের বাস্তব আমল তথা কার্যাবলী দ্বারা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়—হযরত খাদীজা, হযরত আবূ বকর, হযরত উসমান, হযরত আলী, হযরত তাল্হা, হযরত সা'দ ইবনে ওয়াক্কাস, হযরত আবূ উবায়্দা ইবনুল জার্রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) প্রমুখ ব্যক্তিগণ দেখেছেন যে, তাঁদের নিকটাত্মীয়গণসহ দুনিয়াবাসীগণ একদিকে এবং মহা-সত্যবাদী মুহাম্মদ (সাঃ) অন্য দিকে রয়েছেন।

মুহাম্মদ (সাঃ)-কে মানলে এবং তাঁর শিক্ষা আদর্শকে অনুসরণ করলে তাঁদের নিকটাত্মীয়গণসহ সকল মানুষকে রুষ্ট ও অসন্তুষ্ট করতে হয়। এমতাবস্থায় তাঁরা তাঁদের

বিশ্বাস ও কার্যাবলী দ্বারা আল্লাহ্‌তা'লার নিকট প্রকাশিত ও প্রমাণিত করেছেন যে, তাঁদের নিকটাত্মীয়গণ এবং অন্যান্য সকল লোক অপেক্ষা মুহাম্মদ (সাঃ)-কেই তারা অধিকতর ভালবাসেন। তাঁদের সমগ্র জীবন-ই উক্ত প্রগাঢ় ভালবাসার প্রমাণ হয়ে রয়েছে।

আরেকটি উদাহরণ: নবী-রসূলগণকে চিনতে পারাকে আল্লাহ্‌তা'লা কোনও কঠিন বিষয় হিসেবে নির্ধারণ করেন নি। আল্লাহ্‌তা'লা জাগতিক ক্ষেত্রে যেরূপে, আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেও সেরূপে সর্বাধিক প্রয়োজনীয় বিষয়কে সর্বাধিক সহজবোধ্য, সহজলভ্য ও সহজপ্রাপ্য বানায়েছেন। ইহা মহাপ্রজ্ঞাবান, মহা-ন্যায়বাদী আল্লাহ্‌তা'লার মহাজ্ঞানপূর্ণ বিধান। কুরআন মজীদে এবং পবিত্র হাদীসে মানুষের চরম আধ্যাত্মিক অধঃপতনের যুগে ইমাম মাহদীর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী ও তাঁকে অনুসরণ করবার তাকীদপূর্ণ নির্দেশ রয়েছে। তাঁকে চিনবার সহজ পথও কুরআন-হাদীসে বর্ণিত রয়েছে। কোনও ব্যক্তি ইমাম মাহদী হবার দাবী করলে তাকে বিনা যাচাইয়ে গ্রহণ অথবা প্রত্যাখ্যান না করে বরং কুরআন মজীদের নির্দেশ অনুযায়ী (সূরা ইউনুস: ১৭ আয়াত দ্রষ্টব্য) তার অতীত জীবন যাচাই করে তাকে গ্রহণ অথবা প্রত্যাখান করা উচিত। যে ব্যক্তি ইমাম মাহদীর আগমনের সংবাদ শুনে কুরআন মজীদ নির্দেশিত পন্থায় তাকে যাচাই করে এবং কুরআন মজীদ-নির্দেশিত পন্থায় যাচাই করবার পর তাকে সত্যবাদী বলে দেখতে পায়, সে ব্যক্তি যদি তথা-কথিত পীর মাশায়েখ ও উলামা কর্তৃক প্রদত্ত ফত্‌ওয়াকে উপেক্ষা করে তাকে ইমাম মাহদী বলে মান্য করে, তবে সে ব্যক্তি ঈমান বিষয়ক আলোচ্য হাদীস অনুযায়ী আল্লাহ্‌তা'লার নিকট প্রকৃত মুমিন হতে পারবে; কারণ সে ব্যক্তি পীর-মাশায়েখ—উলামার ভালবাসার উপর আল্লাহ্‌র রসূলের ভালবাসাকে শ্রেষ্ঠত্ব ও অগ্রাধিকার প্রদান করল। (বস্তুতঃ আল্লাহ্‌র রসূল তথা কুরআন হাদীসকে মান্য করবার মধ্যেই রয়েছে রসূল (সাঃ)-এর প্রতি প্রকৃত ভালবাসার পরিচয়।) পক্ষান্তরে যে, ব্যক্তি সত্যকে সত্য বলে বুঝতে পারা সত্ত্বেও পীর-মাশায়েখ উলামার ভালবাসাকে আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ)-এর ভালবাসার উপর শ্রেষ্ঠত্ব ও অগ্রাধিকার প্রদান করে, আলোচ্য হাদীস অনুযায়ী সে ব্যক্তি আল্লাহ্‌তা'লার নিকট প্রকৃত মুমিন বলে পরিগণিত ও গৃহীত হতে পারে না।

"আমি সত্য সত্যই বলিতেছি যে, যে ব্যক্তি কুরআন শরীফের সাতশত আদেশের একটি ক্ষুদ্র আদেশকেও লঙ্ঘন করে সে নিজ হস্তে নিজের মুক্তির দ্বার রুদ্ধ করে। প্রকৃত এবং পূর্ণ মুক্তির পথ কুরআন শরীফই উন্মুক্ত করিয়াছে এবং অবশিষ্ট সকল গ্রন্থই উহার প্রতিচ্ছায়া স্বরূপ ছিল।" (আমাদের শিক্ষা)—হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)

হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ) এর

অমৃত বাণী

অনুবাদ : মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক
সদর মুরব্বী

যে ব্যক্তি সচ্চরিত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত তার শত্রুও বন্ধু হয়ে যায়

প্রকৃত বিষয় এই যে, তাকওয়ার প্রতাপ ও দাপট অপরাপর লোকদের উপরও বিস্তার লাভ করে। বস্তুতঃ খোদাতা'লা মুত্তাকীদিগকে বিনষ্ট করেন না। আমি একটি গ্রন্থে পড়েছি যে, হযরত সায়্যেদ আব্দল কাদের জীলানী রাহমাতুল্লাহে আলায়হে, যিনি শীর্ষস্থানীয় বুযুর্গদের অন্তর্গত, তাঁর অন্তর অতীব পূত পবিত্র ছিল। একবার তিনি তাঁর মাকে বললেন, আমার অন্তর দুনিয়া হতে বিমুখ হয়ে গেছে, আমি কোন গুরু অন্বেষণ করতে মনস্থ করেছি, যিনি আমাকে শান্তি ও স্বস্তির পথ দেখাতে পারেন। মা যখন দেখলেন যে, এতো আমাদের আর কোন কাজের রইল না, তখন তিনি তার কথা মেনে নিলেন এবং বললেন, যাহোক, আমি এখন তোমাকে বিদায় দিচ্ছি। এই বলে তিনি ভিতরে গেলেন এবং আশিটি আশরফী, যা তিনি জোড়ো করে রেখেছিলেন, হাতে করে নিয়ে আসলেন এবং বললেন যে, এই আশরফীগুলির মধ্যে শরীয়ত মুতাবেক ৪০টি আশরফী তোমার আর ৪০টি তোমার ভাইয়ের। তাই অংশ মুতাবেক তোমাকে ৪০টি আশরফী দিচ্ছি। এই কথা বলে তিনি ৪০টি আশরফী তাঁর জামার বগলের নীচে সিলাই করে দিলেন এবং বললেন, নিরাপদ স্থানে যেয়ে বের করে নিও এবং প্রয়োজন অনুযায়ী তা খরচ করিও। সায়্যেদ আব্দুল কাদের সাহেব মাকে নিবেদন করলেন, আমাকে কোন উপদেশ দিয়ে দিন। তিনি বললেন, বৎস! মিথ্যা কথা কখনো বলবে না; ইহাতে অনেক বরকত হবে। এতটুকু শুনে তিনি বিদায় গ্রহণ করলেন।

ঘটনাক্রমে ঘটনা এইরূপ ঘটলো যে, যে জঙ্গল দিয়ে তিনি যাচ্ছিলেন সেই জঙ্গলে পথিকদের লুণ্ঠনকারী এক ডাকাত দল বাস করতো। সায়্যেদ আব্দুল কাদের সাহেবের উপরও দূর থেকে তাদের দৃষ্টি পড়লো। নিকটে পৌঁছিলে তাঁরা তাঁকে কম্বল পরিহিত এক ফকীরের মত পেলো। একজন হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলো, তোমার নিকট কী আছে? তিনি এই তো কিছুক্ষণ আগে মার নিকট সদ্য নসীহত শুনে এসেছিলেন যে, মিথ্যা কথা কখনো বলবে না। তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, হাঁ চল্লিশটি আশরফী আমার বগলের নীচে আছে যা আমার মা থলের মত করে সিলাই করে দিয়েছেন। সেই ডাকাতটি মনে করলো যে, এ ঠাট্টা করছে। দ্বিতীয় ডাকাতটি যখন জিজ্ঞেস করলো তখন তিনি তাকেও এ উত্তরই দিলেন। এভাবে তিনি প্রত্যেক ডাকাতকে এই একই উত্তর দিলেন। তারা তাঁকে ধরে তাদের দল নেতার নিকট নিয়ে গেল যে, বার বার একই কথা বলছে।

নেতাজী বললেন, বেশ ভাল, তার কাপড় খুলে দেখে নাও। যখন তল্লাশী করা হলো তখন বাস্তবিকই চল্লিশটি আশরফী বের হলো। তারা সকলেই বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়লো যে, এতো এক আশ্চর্য মানুষ! আমরা তো পূর্বে এরকম মানুষ কখনো দেখিনি। নেতা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, কারণটা কী যে, তুমি এমনভাবে নিজ সম্পদের সন্ধান বলে দিলে? তিনি উত্তরে বললেন, "আমি খোদার দীনের তালাশে বের হয়েছি। রওয়ানা হওয়ার সময় আমার মা আমাকে এই উপদেশ দিয়েছিলেন যে, মিথ্যা কথা কখনো বলবে না। এখানেই আমার সর্বপ্রথম পরীক্ষা ছিল: আমি মিথ্যা কেন বলতাম? এই কথা শুনে ডাকাতের নেতা কেঁদে ফেলেন এবং বললেন, হায়! আমি তো একবারও খোদার আদেশ পালন করিনি। ডাকাতদিগকে সম্বোধন করে বললেন, তার এই সব কথা এবং ধৈর্য ও শৌর্য আমাকে একেবারেই পরাভূত করে ফেলেছে। এখন আমি তোমাদের সঙ্গে আর থাকতে পারি না, আমি তওবা করছি। তার এই ঘোষণার সাথে সাথে অন্যান্য ডাকাতরাও তওবা করে ফেললো। এই যে একটি কথা আছে যে "چوروں قطب بنایا ای" তিনি চোরদিগকে আধ্যাত্মিক জগতের কুতুব—ধ্রুব তারায় পরিণত করেছেন ইহা দ্বারা এই ঘটনাকেই বুঝানো হয়েছে। মোট কথা, সায়্যেদ আব্দুল কাদের জীলানী রাহমাতুল্লাহ আলায়হে বলেছেন যে, সর্বপ্রথম যারা বয়াত করেছিল তারা চোরই ছিল।

তাই আল্লাহতা'লা বলেছেন يايها الذين امنوا اصبروا (অর্থাৎ হে মোমেনগণ! তোমরা ধৈর্য ধারণ কর……। (আলে ইমরান: ২:১) ধৈর্য প্রথমতঃ বিন্দুর মত সৃষ্টি হয়; অতঃপর বৃত্তাকার ধারণ করে বিস্তৃত হয়ে পড়ে, এমন কি দুশ্চরিত্রদের উপরও প্রভাব বিস্তার করে। তাই মানুষের জন্য অত্যাবশ্যকীয় যেন সে কখনো তাকওয়াশূন্য না হয়। তাকওয়ার উপর দৃঢ়ভাবে কদম বাড়ায়, কারণ মুত্তাকী ব্যক্তির প্রভাব বিস্তার লাভ করে এবং তার প্রতাপ বিরুদ্ধবাদীর অন্তরেও সৃষ্টি হয়।

তাকওয়ার অনেক অনেক ক্ষেত্র ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আছে; আত্মগর্ব, আত্মম্ভরিতা ও অবৈধ সম্পদ সঞ্চয় পরিহার এবং অসদাচার হতে আত্মরক্ষাও তাকওয়ার অন্তর্গত। যে ব্যক্তি সচ্চরিত্রের ওপরে প্রতিষ্ঠিত তার শত্রুও মিত্র হয়ে যায়। আল্লাহ বলেছেন ادفع بالتی هی احسن (অর্থাৎ তুমি মন্দকে উহা দ্বারা প্রতিহত কর যা সর্বোত্তম—মোমেনূন)

এখন চিন্তা কর এই আদেশ আমাদেরকে কী শিক্ষা দান করে? এই শিক্ষার মধ্যে আল্লাহ্‌তা'লার এই ইচ্ছা নিহিত আছে যে, যদি কোন বিরুদ্ধাচারী গালিও দেয় তখন উহার উত্তর যেন আমরা গালিই না দেই বরং ধৈর্য ধারণ করি। ইহার ফল এই দাঁড়াবে যে, তোমার বিরুদ্ধবাদীও অন্তর দিয়ে তোমার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নিবে এবং অনুতপ্ত ও লজ্জিত হবে। এই শাস্তি ঐ শাস্তি হতে শ্রেয়: হবে যা তুমি বিধি মোতাবেক দিতে পার। এমনও হতে পারে যে, সাধারণ ব্যক্তি হত্যাকাণ্ড পর্যন্ত ঘটাতে পারে কিন্তু মানবতার গুণ ও চাহিদা এবং তাকওয়ার এই নির্দেশ নয়। সচ্চরিত্র এমন এক গুণবিশেষ যা পরম অনিষ্টকারী ব্যক্তির উপরও প্রভাব বিস্তার করে। জনৈক ব্যক্তি কত চমৎকার কথা বলেছেন:

لطف کن لطف که بیگانه شود حلقه بگوش

(অর্থাৎ তুমি মমতা প্রদর্শন কর, মমতা এমন গুণ যার ফলে অপর মানুষও তোমার আওতাভুক্ত হয়ে যাবে)। (মলফুযাত ১ম খণ্ড: ৪৯-৫১ পৃ:)

হাকীকাতুল ওহী

[মূলঃ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী]
ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ)

অনুবাদক : নাজির আহমদ ভুঁইয়া

(২০তম সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর)

আফসোস, সা'দউল্লাহ্ নামের এই ব্যক্তিটি যে মরিয়া গিয়াছে সে আমার কোন কোন মৌখিক বিতর্কও শুনিয়াছিল। আমার অনেক গ্রন্থ দেখার সুযোগও সে পাইয়াছিল। কিন্তু সংস্কার ও বিদ্বেষ এইরূপ একটি ব্যাধি, যাহা তাহাকে এইগুলি দ্বারা কোনরূপ উপকৃত করে নাই। হযরত ঈসা আলায়হেস সালামের মৃত্যু বরণ করা কোন সন্দেহের বিষয় ছিল না। খোদাতা'লা এই ব্যাপারে কুরআন শরীফে বর্ণনা করিয়াছেন। রসূল (সাঃ) মেরাজের রাত্রে তাঁহাকে মৃত নবীগণের মধ্যে দেখিয়াছিলেন। অপরদিকে কুরআন ও হাদীস হইতেও ইহা প্রমাণিত হয় যে, ইসলামের সব খলীফা এই উম্মতের মধ্য হইতেই আগমন করিবেন। বরং হাদীসসমূহে এই কথাও আসিয়াছে যে, আগমনকারী ঈসা এই উম্মতের মধ্য হইতেই হইবেন। এতদ্‌সত্ত্বেও ঐ হতভাগ্য বুঝিতে পারে নাই। সহীহ হাদীসসমূহে আখেরী মসীহের বড় লক্ষণ সম্পর্কে বলা হইয়াছে, তিনি দাজ্জালের আবির্ভাবের সময় আগমন করিবেন এবং কুরআন শরীফে বলা হইয়াছে যে, ঐ দাজ্জাল* পাদ্রী সম্প্রদায়, যাহাদের দিন-রাত্রির কাজ হইল বিকৃত করা ও পরিবর্তন করা। কেননা, দাজ্জালের অর্থ ইহাই যে,

---

* টীকা :—দাজ্জালের অর্থ ইহা ছাড়া আর কিছুই নহে যে, যাহারা ধোঁকা দেয় বিপদগামী করে এবং খোদার কালামকে বিকৃত করে তাহাদিগকে দাজ্জাল বলে। অতএব বলা বাহুল্য পাদ্রীরা এই কাজে সকলের অগ্রগামী। কেননা, অন্যদের বিকৃত ও ধোঁকা অধিকতর নিম্ন পর্যায়ের। কিন্তু তাহাদের বিকৃতি এতখানি যে, খামাখা মানুষকে খোদা বানানোর জন্য তাহারা কোটি কোটি টাকা ব্যয় করিতেছে এবং পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ বই-পুস্তক প্রকাশ করিয়াছে। এই লক্ষ্যে তাহারা পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে সফর করে। অতএব এই কারণেই তাহারা শ্রেষ্ঠ দাজ্জাল এবং খোদাতা'লার ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী অন্য কোন দাজ্জালের পা রাখার জায়গা নাই। কেননা, লেখা আছে যে, দাজ্জাল গীর্জা হইতে বাহির হইবে এবং তাহারা যে জাতির মধ্য হইতে হইবে ঐ জাতি সারা পৃথিবীতে রাজত্ব করিবে ও কেয়ামত পর্যন্ত তাহাদের শক্তি ও ক্ষমতা অটুট থাকিবে। অতএব এমতাবস্থায় আর কোন্ এলাকা বাকী রহিল যেখানে আমার বিরুদ্ধবাদীদের কল্পিত দাজ্জালের আবির্ভাব হইবে ?

তাহারা বিকৃত ও বিবর্তন করিয়া সত্যকে গোপন করে। ইহার প্রতিই সূরা ফাতেহা ইঙ্গিত করিতেছে। অনুরূপভাবে কুরআন শরীফের এই আয়াত

جاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامة

(সূরা আলে ইমরান—আয়াত ৩৬)—(অর্থ যাহারা অস্বীকার করে তাহাদের উপর তোমার অনুসারীদিগকে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত প্রাধান্য দান করিব—অনুবাদক) দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, খৃষ্টানরা ছাড়া দাজ্জাল কোন পৃথক সম্প্রদায় হইবে না। কেননা, যেক্ষেত্রে বিজয় ও রাজত্ব কেয়ামত পর্যন্ত খৃষ্টানদের জন্য নির্ধারিত, না মুসলমানদের জন্য যাহারা সত্যের প্রকৃত অনুসারী, সেক্ষেত্রে কোন ঈমানদার ধারণা করিতে পারে যে, অন্য এক ব্যক্তি যে হযরত ঈসার বিরুদ্ধবাদী এবং তাঁহাকে নবী মানেনা, সে পৃথিবীতে নিজের প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত করিবে? এইরূপ ধারণা সরাসরি কুরআনের বক্তব্য বিরোধী। অনুরূপভাবে সহীহ্ মুসলিমে গীর্জা সংক্রান্ত যে হাদীসটি আছে, অর্থাৎ গীর্জা হইতে দাজ্জাল বাহির হইবে, তাহাও উপরোল্লিখিত আয়াতের সমর্থনকারী। ঘটনাবলীও ইহাই প্রমাণ করিতেছে। কেননা, যে ভয়ঙ্কর ফেতনার খবর দেওয়া হইয়াছিল তাহা অবশেষে পাদ্রীদের হাতে প্রকাশ পাইয়াছে। মানুষের বুদ্ধিমত্তার ইহাও একটি লক্ষণ যে, সে ঘটনাবলীর প্রতি দৃষ্টিপাত করে এবং ভাবিয়া দেখে, যে সকল চিহ্ন ও লক্ষণ দেখা দিয়াছে ঐগুলি কিসের সমর্থন করে। খোদাতা'লা এই পৃথিবীকে এক দিন নির্ধারিত করিয়া আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের যুগকে আসরের ওয়াক্তের সহিত সাদৃশ্যযুক্ত করিয়াছেন। অতএব যখন আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের যুগ আসর তখন ১৩২৪ (তেরশত চব্বিশ) বৎসর পর এই যুগের কি নাম রাখা উচিত? ইহা কি সূর্যাস্তের নিকটবর্তী সময় নহে? ইহা যদি সূর্যাস্তের নিকটবর্তী সময় হয়, এবং ইহা যদি মসীহের অবতীর্ণ হওয়ার সময় না হইয়া থাকে তবে ইহার পরেতো কোন সময় থাকে না।

অনুরূপভাবে সহীহ্ হাদীসসমূহে, যাহাদের কোন কোনটি সহীহ বুখারীতে দেখিতে পাওয়া যায়, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের যুগকে আসরের সহিত সাদৃশ্যযুক্ত করা হইয়াছে। অতএব ইহাতে স্বীকার করিতে হয় যে, আমাদের যুগ কেয়ামতের নিকটবর্তী যুগ। অন্যান্য হাদীস হইতে ইহাও জানা যায় যে, পৃথিবীর আয়ু সাত হাজার বৎসর। কুরআন শরীফের এই আয়াত হইতেও এই বিষয়-বস্তুটি জানা যায়, যেমন আল্লাহ্তা'লা বলেন, وان يوما عند ربك كالف سنة مما تعدون (সূরা—আল্ হাজ্জ—আয়াত ৪৮) অর্থাৎ খোদার নিকট একদিন তোমাদের হাজার বৎসরের সমান। খোদাতা'লার কালাম হইতে জানা যায় যে, দিন সাতটি। অতএব ইহাতে এই ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে মানবজাতির আয়ু সাত হাজার বৎসর। খোদাতা'লা আমার নিকট ব্যক্ত করিয়াছেন,

সময়ের এই গণনা সূরা আল্ আসরের পরিসংখ্যানের মূল্যমান হইতে জানা যায়। আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের পবিত্র সময়কাল পর্যন্ত চান্দ্র মাসের গণনা অনুযায়ী এই সময় অতিক্রম করিয়াছিল। কেননা, খোদা চান্দ্র মাসের গণনা করেন। এই গণনা অনুযায়ী আমাদের এই সময় পর্যন্ত মানবজাতির আয়ু ছয় হাজার বৎসর পর্যন্ত শেষ হইয়া গিয়াছে। এখন আমরা সপ্তম হাজারের মধ্যে আছি। ইহা জরুরী ছিল যে, মসীলে আদম, যাহাকে অন্য কথায় মসীহ্ মাওউদ বলা হয়, ষষ্ঠ হাজারের শেষে তাঁহার জন্ম হওয়ার কথা, যাহা জুম্'য়ার দিনের সমার্থক বা প্রতীক। এই দিনে আদমের জন্ম হইয়াছিল। খোদা আমাকে তদ্রূপেই জন্ম দিয়াছেন। অতএব ইহা অনুযায়ী ষষ্ঠ হাজারে আমার জন্ম হইল। ইহা এক অদ্ভুত ঘটনাচক্র যে, আমি সাধারণভাবে প্রচলিত দিনের প্রেক্ষিতেও জুম্'য়ার দিনে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। আদম যেভাবে নর-নারী জন্মিয়াছিলেন, আমিও যমজ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। আমার সহিত একটি মেয়ে ছিল। সে প্রথমে জন্ম গ্রহণ করিল। তাহার পরে আমার জন্ম হইল। ইহাতো ঐ বিষয়, যাহা আমার জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সত্যান্বেষীদিগকে অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ দিয়া থাকে। ইহা ছাড়াও আরো হাজার হাজার নিদর্শন আছে। ইহাদের মধ্যে আমি নমুনাস্বরূপ কিছু নিদর্শনের কথা লিখিয়াছি।

স্মরণ রাখা প্রয়োজন, আমার নিদর্শনাবলী শুনিলে মৌলবী সানাউল্লাহ্ সাহেবের অভ্যাস এইরূপ যে, তিনি আবু জাহলী স্বভাবের উত্তেজনায় ঐগুলি অস্বীকার করার জন্য খোঁড়া অজুহাত উপস্থাপন করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ এখানেও তিনি এই অভ্যাসই দেখাইলেন। কেবল মিথ্যা কথা বানাইয়া তিনি তাহার ম্যাগাজিন 'আহ্লে হাদীসে' ১৯০৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আমার সম্পর্কে লিখিয়া দিলেন যে, মৌলবী আবদুল করীমের আরোগ্য লাভের ব্যাপারে আমার নিকট ইলহাম হইয়াছিল যে, তিনি নিশ্চয় সুস্থ হইয়া যাইবেন, কিন্তু অবশেষে তিনি মারা গেলেন। 'লানাতউল্লাহে আলাল কাযেবীন' (অর্থঃ-মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ্র লানত বর্ষিত হউক—অনুবাদক) বলা ছাড়া এই মিথ্যার আমি কি উত্তর দিব! মৌলবী সানাউল্লাহ্ সাহেব আমাকে বলিয়া দিন, যদি মৌলবী আবদুল করীম সাহেব মরহুমের আরোগ্য লাভের ব্যাপারে আমার নিকট উপরোক্ত ইলহাম হইয়া থাকে তবে "কাফনে ঢাকিয়া দেওয়া হইয়াছে, ৪৭ বৎসরের আয়ু, ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন" ইলহামটি কাহার সম্পর্কে ছিল, যাহা বদর ও আল্ হাকাম পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে? তাহার আরোগ্য লাভ সম্ভবই ছিল না ان المنايا لا تطيش سهامها অর্থাৎ মৃত্যুর তীর টলিতে পারে না।

বলা বাহুল্য, এই সকল ইলহাম মৌলবী আব্দুল করীম সাহেব সম্পর্কে ছিল। হাঁ

একটি স্বপ্নে আমি তাহাকে দেখিয়াছিলাম যে, তিনি যেন সুস্থ। কিন্তু স্বপ্ন 'তাবীর' সাপেক্ষ হইয়া থাকে। 'তাবীর' এর পুস্তকাদি দেখিয়া লও। স্বপ্নের 'তাবীর' এ কখনো কখনো মৃত্যুর অর্থ স্বাস্থ্য এবং কখনো কখনো স্বাস্থ্যের অর্থ মৃত্যু হইয়া থাকে। স্বপ্নে এক ব্যক্তির মৃত্যু কয়েক বার দেখা যায়। ইহার 'তাবীর' হইয়া থাকে দীর্ঘায়ু। ইহা হইল ঐ সকল মৌলবীর অবস্থা যাহাদিগকে ন্যায়পরায়ণ বলা হইয়া থাকে। মিথ্যা কথা বলার চাইতে নিকৃষ্টতর কাজ পৃথিবীতে আর কিছুই নাই। খোদা এইরূপ মিথ্যাকে অপবিত্রতার সহিত সাদৃশ্যযুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু এই সকল লোক অপবিত্রতা পরিহার করে না। আমি ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী এত বিস্তারিতভাবে সা'দউল্লাহর মৃত্যু প্রমাণ করিয়া লেখা সত্ত্বেও মৌলবী সানাউল্লাহ সাহেব কী ইহা মানিয়া নিবেন? না, বরং তিনি চেষ্টা করিবেন কীভাবে ইহা রদ করা যায়। এই সকল লোক খোদাতা'লার সহিত যুদ্ধ করিতেছে। তাহারা দেখে না, যদি এই পরিকল্পনা মানুষের হইত তবে আমি এই সকল বরকতের অধিকারী হইতাম না। কোন ঈমানদার কি মহাপ্রতাপান্বিত ও সম্মানিত খোদার প্রতি এই সকল কাজ আরোপ করিতে পারে যে, ইলহামের দাবীর পর এক ব্যক্তিকে তিনি ত্রিশ বত্রিশ বৎসর সময় দেন, দিনের পর দিন তাহার সম্প্রদায়কে উন্নতি দান করেন, যখন তাহার সহিত এক ব্যক্তিও ছিল না সেই সময়ে তাহাকে এই সুসংবাদ দিলেন যে, লক্ষ লক্ষ মানুষকে তোমার সম্প্রদায়ভুক্ত করা হইবে, তাহাকে মানুষ কয়েক লক্ষ টাকা ও বিভিন্ন ধরনের উপঢৌকন দিবে এবং দূর দুরান্ত হইতে হাজার হাজার লোক তাহার নিকট আসিবে? এমনকি তাহারা যে পথে আসিবে সে পথ গভীর হইয়া যাইবে এবং ঐ পথে গর্তের সৃষ্টি হইয়া যাইবে। তাহাদের সহিত দুর্ব্যবহার করিও না। খোদা তোমাকে সারা বিশ্বে খ্যাতি দান করিবেন এবং তোমার জন্য বড় বড় নিদর্শন প্রদর্শন করিবেন। খোদা সত্য মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করিয়া না দেখানো পর্যন্ত তোমাকে পরিত্যাগ করিবেন না। দুশমনেরা শক্তি প্রয়োগ করিবে এবং বিভিন্ন প্রকারের ষড়যন্ত্র, প্রতারণা ও পরিকল্পনা গ্রহণ করিবে। কিন্তু খোদা তাহাদিগকে ব্যর্থ করিয়া দিবেন। খোদা প্রতি পদে পদে তোমার সাথে থাকিবেন এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রে তোমাকে জয়যুক্ত করিবেন। খোদা তোমার হাতে তাহার জ্যোতিকে পূর্ণ করিবেন। পৃথিবীতে একজন সতর্ককারী আসিয়াছে। পৃথিবী তাহাকে গ্রহণ করে নাই কিন্তু খোদা তাহাকে গ্রহণ করিবেন এবং প্রবল পরাক্রমশালী আক্রমণসমূহ দ্বারা তাহার সত্যতা প্রকাশ করিবেন। আমি আমার দীপ্তি দেখাইব এবং আমি আমার কুদরতের দ্বারা তোমাকে উঠাইব। আমি তোমাকে দুশমনদের সকল আক্রমণ হইতে রক্ষা করিব, যদিও লোকেরা তোমাকে রক্ষা করিবে না। যদিও লোকেরা তোমাকে রক্ষার কোন পরোয়াই করিবে না, কিন্তু আমি তোমাকে নিশ্চয় রক্ষা করিব।

এইগুলি ঐ যুগের ইলহাম, যে যুগ ৩০ (ত্রিশ) বৎসরের বেশী অতিক্রম করিয়াছে।

এই সকল ইলহাম বারাহীনে আহমদীয়ায় প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার প্রকাশনার ২৬ (ছাব্বিশ) বৎসরের বেশী সময় অতিক্রান্ত হইয়াছে। ইহা ঐ যুগ ছিল যখন আমাকে কেহই জানিত না। তখন আমার কোন সমর্থকও ছিল না, কোন বিরুদ্ধবাদীও ছিল না। কেননা, ঐ যুগে আমি কোন বস্তুই ছিলাম না। আমি ছিলাম একাকী এবং নিভৃত কোণে এক গোপন ব্যক্তি। অতঃপর ধীরে ধীরে উন্নতি হইল এবং খোদাতা'লা ত্রিশ বত্রিশ বৎসর পূর্বে যেভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন ঐ সকল ব্যাপার সেভাবে বাস্তবে প্রকাশিত হইয়া পড়িল। আজ পর্যন্ত কয়েক লক্ষ লোক কাদিয়ানে আসিয়া আমার হাতে বয়াত করিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে এত অধিক সংখ্যক লোক বয়াতের জন্য কাদিয়ানে আসিয়াছে যে, যদি ولا تصعر لخلق الله ولا تسئم من الناس (অর্থ:—তোমার গাল ফুলাইও না এবং মানুষ দেখিয়া বিরক্ত হইও না—অনুবাদক) ইলহামটি আমার স্মরণ না থাকিত তবে তাহাদের সাক্ষাতের দরুন আমি ক্লান্ত হইতাম এবং সদাচরণের রীতি বজায় রাখিতে পারিতাম না। কিন্তু ইহা খোদাতা'লার ফযল ও কৃপা যে, তিনিই এই সকল ঘটনার ত্রিশ বত্রিশ বৎসর পূর্বে আমাকে এই সকল ঘটনার সংবাদ দিয়া ছিলেন। পোষ্ট অফিসের রেজিষ্ট্রি খাতাসমূহ অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, আমার নিকট কয়েক লক্ষ টাকা আসিয়াছে। ইহার চাইতে অধিক পরিমাণে হইল ঐ টাকা, যাহা লোকেরা নিজেরা আসিয়া দিয়া থাকে। কোন কোন লোক চিঠির মধ্যে নোট পাঠাইয়া থাকে। এই সেলসেলার প্রত্যেক খাতের মোট মাসিক খরচ প্রায় ৩০০০ (তিন হাজার) টাকার কাছাকাছি। ইহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, এই দিনগুলিতে মাসিক আয়ও এই পরিমাণ। অথচ যে যুগে এই আর্থিক স্বচ্ছলতার ভবিষ্যদ্বাণী বারাহীনে আহমদীয়ায় প্রকাশিত হইয়াছিল ঐ যুগে কোন ব্যক্তি বৎসরে এক পয়সাও দিত না এবং অর্থ পাওয়ার কোন আশাও ছিল না। এই ভবিষ্যদ্বাণীর পর ত্রিশ বত্রিশ বৎসর চলিয়া গিয়াছে। ইহা ঐ যুগের কথা যখন কোন তরফ হইতে বৎসরে এক পয়সাও আসিত-না এবং না কেহ আমার জামাতের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বরং আমি ঐ বীজের ন্যায় ছিলাম, যাহা মাটির অভ্যন্তরে গোপন থাকে। ২৬ (ছাব্বিশ) বৎসর পূর্বে প্রকাশিত বারাহীনে আহমদীয়ায় খোদাতা'লা আমার সম্পর্কে এই সাক্ষ্য দিয়াছেন। সাক্ষ্যটি হইল এই ইলহাম: رب لا تذرنى فردا وانت خير الوارثين অর্থাৎ দোয়া কর যে, হে খোদা! আমাকে একা ছাড়ও না। ইহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, যে সময় এই ভবিষ্যদ্বাণী হইয়াছিল, সে সময় আমি একা ছিলাম। বারাহীনে আহমদীয়ায় আমার সম্পর্কে দ্বিতীয় ইলহামটি হইল: كزرع شطأه অর্থাৎ আমি ঐ বীজের ন্যায় ছিলাম, যাহা মাটিতে বপন করা হইয়াছে। কেবল এই সকল ইলহামই নহে, বরং এই জন বসতির সকল লোক এবং অন্যান্য হাজার হাজার লোক জানে ঐ যুগে প্রকৃতপক্ষে আমি ঐ মৃতের ন্যায় ছিলাম, যাহা কবরে শত শত

বৎসর যাবৎ সমাহিত আছে এবং কেহ জানিত না ইহা কাহার কবর। ইহার পর খোদাতা'লা ঐ জ্যোতির্বিকাশ ঘটাইলেন, যাহা তাঁহার সত্তার প্রমাণ করে।

খোদাতা'লা ইহাতেই ক্ষান্ত হইলেন না, বরং তিনি আমার শত শত দোয়া কবুল করেন, যাহাদের মধ্য হইতে কিছু কিছু এই গ্রন্থে নমুনাস্বরূপ লিপিবদ্ধ করা হইল। যাহারা আমার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করিয়াছে তাহাদের প্রত্যেকের মোকাবেলায় আমিই জয়ী হইয়াছি এবং বিজয়ের পূর্বে আমাকে সংবাদ দেওয়া হইয়াছে যে, তোমার দুশমন পরাজিত হইবে। যাহারা আমার সহিত মোবাহালা করিয়াছে, অবশেষে খোদা তাহাদিগকে হয় ধ্বংস করিলেন নয়তো লাঞ্ছনা ও অভাব-অনটনের জীবন তাহাদের অদৃষ্টে জুটিল, অথবা তাহাদের বংশধারা ছিন্ন করা হইল। যাহারা আমার মৃত্যু চাহিতে থাকিল এবং আমাকে গাল-মন্দ করিতে থাকিল, অবশেষে তাহারাই মরিয়া গেল। খোদা আমার সমর্থনে এত নিদর্শন দেখাইলেন যে, ঐগুলি গণনা করা যায় না। এখন কোন খোদা-ভীরু ব্যক্তি, যাহার হৃদয়ে খোদার মাহাত্ম্য আছে এবং কোন জ্ঞানী, যাহার মধ্যে কিছুটা লাজ-লজ্জা আছে, সে বলুক ইহা কি খোদাতা'লার বিধানের অন্তর্ভুক্ত যে, সে যে ব্যক্তিকে মিথ্যাবাদী বলিয়া জানে এবং যে ব্যক্তিকে খোদার নামে মিথ্যারোপ করে বলিয়া জানে, তাহার সহিত খোদাতা'লার কি এই আচরণ? আমি সত্য সত্য বলিতেছি যে, যখন ইলহামের ধারা শুরু হইল তখন আমি যুবক ছিলাম। এখন আমি বৃদ্ধ হইয়াছি এবং প্রায় ৭০ (সত্তর) বৎসর বয়সে পৌঁছিয়া গিয়াছি, ইতোমধ্যে পঁয়ত্রিশ বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে। কিন্তু আমার খোদা একদিনের জন্যও আমার নিকট হইতে পৃথক হন নাই। তিনি তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী বিপুল সংখ্যক মানুষকে আমার দিকে ঝুঁকাইয়া দিলেন। আমি বিত্তহীন ও রিক্তহস্ত ছিলাম। তিনি আমাকে লক্ষ লক্ষ টাকা দান করেন এবং আর্থিক স্বচ্ছলতার বহুকাল পূর্বেই তিনি আমাকে এই সংবাদ দেন। প্রত্যেক মোবাহালায় তিনি আমাকে জয়যুক্ত করেন। তিনি আমার শত শত দোয়া মঞ্জুর করেন। তিনি আমাকে এত পুরস্কারে ভূষিত করেন যে, আমি ঐগুলি গণনা করিতে পারি না। (ক্রমশঃ)

"আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের চিরস্থায়ী জীবন প্রাপ্তির একটি শক্তিশালী প্রমাণ হচ্ছে এই যে, তাঁর মাধ্যমে জারীকৃত স্থায়ী কল্যাণ চিরপ্রবহমান। যে ব্যক্তি এ যুগেও আঁ-হযরত (সাঃ)-এর অনুসরণ করে সে নিঃসন্দেহে কবর (আধ্যাত্মিক মৃত্যু) থেকে উদ্ধার লাভ করে এবং তাঁকে এক আধ্যাত্মিক জীবন প্রদান করা হয়।"

(আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম, পৃঃ ২২১)

জুমুআর খুতবা

সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)

[১৮ এপ্রিল, ১৯৯৭ইং লণ্ডনস্থ মসজিদে-ফযলে প্রদত্ত]

অনুবাদ : মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ
সদর মুরব্বী

তাশাহ্হুদ, তায়াওউয ও সূরা ফাতেহা পাঠের পর হুযূর (আইঃ) বলেন : আজকের জুমুয়া—যা ঈদের দিন অনুষ্ঠিত হচ্ছে, ইহা আজ থেকে একশ' বছর পূর্বের সেই জুমুয়াকে স্মরণ করায় যা ঈদের দিনেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) লেখরাম সম্পর্কে ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন উহার বাস্তবায়িত হবার নির্দিষ্ট সময়টিকে তিনি এক কবিতার মধ্যে বর্ণনা করেন, উহা ছিল প্রকৃতপক্ষে একটি এলহামী বাক্য :

ذٰلِكَ يَوْمُ الْعِيْدِ وَالْعِيْدُ اَقْرَبُ

—"ঐ ঘটনা ঘটবার দিনটি হবে ঈদের দিন যখন আসল ঈদও উহার নিকটতর হবে।" এর মানে, দু'টি ঈদ পরস্পরের সাথে যুক্ত হবে। একটি তো 'আল্ ঈদ'—বিশেষ ঈদ ও পূর্ণাঙ্গ ঈদ এবং দ্বিতীয়টি হবে উহারই সংলগ্ন দিনে। সুতরাং হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, "আজ থেকে ছয় বছর উত্তীর্ণ হবার আগেই লেখরাম আল্লাহ্তা'লার কহ্রী আযাবের নিদর্শনে পরিণত হয়ে একজন ফিরিশ্তা কর্তৃক নিহত হবে।" সেই সাথে ইহাও বর্ণনা করেছিলেন যে, লেখরামের মুখ দিয়ে তখন ওরূপ আর্তচিৎকার বেরুবে, যেমন গো-বৎসের মুখ দিয়ে শব্দ বের হয়। উক্ত বর্ণনার মাধ্যমে তিনি ভবিষ্যদ্বাণীটির বাস্তবায়নকে সুনির্দিষ্টরূপে চিহ্নিত করলেন যে, ঐ ঘটনা সংঘটিত হবার দিনটি হবে ইসলামী ঈদের সংলগ্ন দিন। অতএব, ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে কুরবানীর ঈদের দিনটি ছিল শুক্রবার। ওরূপেই উহা "আল্ ঈদ"-এর রূপ ধারণ করলো, অর্থাৎ এরূপ জুমুয়া এবং ঈদ, যা উভয়ে একত্রিত হয়ে স্ব স্ব বিষয়-বস্তুর দিক দিয়ে পরিপূর্ণ ঈদে পরিণত হলো। অতঃপর, উহারই পরবর্তী দিন—শনিবারে সেই ঈদের দিনটি উদিত হলো, যার সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন :

ذٰلِكَ يَوْمُ الْعِيْدِ অর্থাৎ উহাই হবে উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হবার ঈদ সম্বলিত দিন। وَالْعِيْدُ اَقْرَبُ এবং আসল পূর্ণাঙ্গ ঈদের দিনটি হবে এরই নিকটতম

অর্থাৎ এর সংলগ্ন দিন। অতএব, ঐ শনিবার (৬ ই মার্চ ১৮৯৭-এর) দিনটিতে এরূপ এক যুবক লেখরামের পেটে ছুরি বসিয়ে দিল—শুধু বসিয়েই দিলো না বরং পেটের ভেতরে ছুরিটাকে এরূপে ঘুরালো, যার দরুন নাড়ি-ভুরি কেটে গিয়ে উদরস্থ সব-কিছুই বাইরে বেরিয়ে পড়লো। যে-যুবকটি সম্পর্কে চূড়ান্তভাবে অনুসন্ধান করেও কিছুই বুঝা গেলো না বরং এতটুকুও কেউ খোঁজ পেলো না যে, সে কে ছিল? কোথা থেকে এসেছিল এবং কোথায় গেল? বস্তুতঃ লেখরাম বাস করতো এরূপ একটি বাজারের মাঝে, যা ছিল আর্যসমাজী হিন্দুদের বাজার। তার বাস-ভবনটি ছিল তিন-তলাবিশিষ্ট দালান। সবচে' উপর-তলায় সে দিন সে বসা ছিল এবং নীচতলায় ছিল তার স্ত্রী। যে যুবকটি তাকে হত্যা করলো সে কিছুকাল পূর্বে তার কাছে এসেছিল এবং আপাতঃ দৃষ্টিতে যেন সে আর্যসমাজে দীক্ষিত হয়েছে সেভাবে তার সঙ্গে অবস্থান করছিল। অতঃপর, উল্লেখিত কোরবানীর ঈদের পরের দিন শনিবারে (বিকেল ৬ঘটিকায়) সে তার পেটে ছুরিকাঘাত করে, যেমন কিনা বর্ণনা করে এসেছি। এর পরেই লেখরাম সজোরে চিৎকার দিতে আরম্ভ করলো। তা শুনা মাত্র তার স্ত্রী দৌড়ে ঐ সিঁড়ি দিয়ে উপর-তলায় গেলো, যে-সিঁড়ি দিয়েই আততায়ীকেও নেমে আসতে হতো। নীচে ওখানে সবটাই আর্যসমাজীদের বাজার ছিল। তার আর্তচিৎকার শুনে তারাও সবাই ওদিকে মনোযোগী হলো। বস্তুতঃ সেই ভবনটির অপরদিকে নেমে যাওয়ার জন্য কোনও সিঁড়ি ছিল না। তাই কেউ যদি অপর দিকে লাফ দিতো তাহলে নিশ্চয় খণ্ড বিখণ্ড হয়ে যেতো। অতএব, অনুরূপ অবস্থায় যেখানে তার স্ত্রী উপর তলায় গিয়ে দেখলেন যে, লেখরাম ক্ষত-বিক্ষত হয়ে তড়পাচ্ছেন—উদরস্থ সবকিছু বাইরে ঢলে পড়েছে। অথচ আঘাতকারীর কোনও সন্ধান নেই। নীচে বাজারে শোর-গোল করে সবাই অত্যন্ত সচেতন হয়ে উঠেছে। তখন, তাদের কাছে জিজ্ঞেস করায় তারা বললো, "এদিক দিয়ে তো কেউ বের হয়নি। হট্টগোল শুনে আমরা তো ওদিকে মনোযোগীই ছিলাম, কিন্তু কাউকে নামতে দেখি নি, তেমনি ওপর দিক দিয়েও কেউ নামে নি বা লাফায় নি।" অতএব তারপর তার সম্পর্কে বলা হলো, "তাহলে তো তাকে আকাশ গিলে ফেলেছে। কেননা মাটির ওপর তো তার কোন চিহ্ন নেই।" তার জীবনের প্রেক্ষাপট সম্পর্কেও কারো পক্ষেই কোনও কিছু খোঁজ-খবর বের করাও সম্ভব হয়ে ওঠেনি। অথচ আর্যদের পক্ষ থেকে এবং মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর বিরুদ্ধবাদীদের কারণে এতো প্রচণ্ড শোর-চিৎকার উঠেছিলো যে, ঐ প্রেক্ষাপটে পুলিশও জোর তদন্ত চলাবার পরও কোন খোঁজ লাগাতে সক্ষম হলো না। আগের বা পরের কোন কিছুরই সন্ধান পাওয়া গেলো না। লোকটি কে ছিল? কোত্থেকে আসলো? কোথায় চলে গেলো?—এ সবই

এরূপ রহস্য যা সকলের কাছে চির-রহস্য হয়েই থাকবে। অবশ্য, হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) দিব্যদর্শনে সে ফিরিশ্‌তাকে দেখিয়েছিলেন, যে ছুরি হাতে নিয়ে রেখেছিল এবং লেখরাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছিল। কেননা, হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর বে-আদবীর ক্ষেত্রে তার শাস্তি নির্ধারিত হয়েছিল। অতএব, কতো মহান সে নিদর্শনটি, যা ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে সংঘটিত হয়েছিল।

আজও ঈদের দিন এবং আজ শুক্রবারও অতএব, আসুন আমরা দোয়া করি, আল্লাহ্‌তা'লা যাঁর কাছে অলৌকিক নিদর্শনাবলীর কোনও অভাব নেই, পুনরায় যেন আহ্‌মদীয়তের স্বপক্ষে অনুরূপ নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করেন। আজ একজন লেখরাম নয়, বরং শত সহস্র লেখরামের সৃষ্টি হয়েছে। হযরত আকদাস মসীহ মাওউদ (আঃ) মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রেমাতিশয্যে যে চ্যালেঞ্জ প্রদান করেছিলেন, এবং খুব বুঝে-শুনেই প্রতিক্রিয়াস্বরূপ উহার সব রকম পরিণাম-পরিণতিকে স্বজ্ঞানে গ্রহণ করেছিলেন—এই বলে যে, সমগ্র দুনিয়া-জাহানের দৃষ্টি তাঁকে হন্তা হিসেবে দেখবে। সুতরাং তাঁর খানা-তল্লাশি করা হয়। সর্ব প্রকারে তদন্ত চালানো হয়। তথাপি সামান্যতম এমন কোনও কিছুর সন্ধান পাওয়া গেলোনা, যদ্বারা হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-কে ঐ হত্যার সাথে এতটুকুও জড়িত করা যায়। অতএব, এ সেই ঘটনা যা হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে তাঁর প্রেম-ভক্তির ফলশ্রুতিতে সংঘটিত হয়েছে। এখন হযরত মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ঐ কামেল গোলামের প্রতি আমাদের প্রেম-ভক্তির দাবী ও প্রত্যাশা এই যে, আজ যেহেতু শত-সহস্র লেখরাম হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-কে অশ্রাব্য গালি-গালাজ করছে। আর ইহা কোন কাকতালীয় ব্যাপার নয়, বরং ঐশী-তকদীরস্বরূপই এ বছরটি মোবাহালার বছরে পরিণত হয়েছে। ইতিপূর্বে আমি যে মুবাহালার চ্যালেঞ্জ দিয়েছি তখন অন্তরে ঘুণাক্ষরেও ছিল না যে, এ বছরটি লেখরাম সম্পর্কীয় ছুরি চলারও বছর বটে। অতএব, উক্ত সব বিষয়ই একযোগে মিলিত হয়েছে। ইহার দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, খোদাতা'লার তক্‌দীর সক্রিয় হয়ে উঠেছে এবং আসমান নিশ্চয় কোন নিদর্শন প্রদর্শন করবে। আসুন, আমরা সবাই দোয়াতে শামিল হই, যাতে আল্লাহ্‌তা'লা তাঁর অপার ফযলের দ্বারা অবধারিতভাবে যে নিদর্শন প্রদর্শন করবেন উহাকে আমাদের দোয়ার সঙ্গেও যুক্ত করেন এবং উহার সওয়াব আমাদেরও প্রদান করেন।

(এম-টি-এতে সম্প্রচারিত খোৎবার ধারণকৃত ও-ডি-ও ক্যাসেট থেকে অনূদিত)

ন্যাশনাল আমীরের দফতর থেকে

(১)

১৩ ও ১৪ জুন হুযূরের (আইঃ) অনুমোদনক্রমে ১৮ তম মজলিসে শূরা অনুষ্ঠিত হবে (ইনশাল্লাহ্)। শূরা এবং খিলাফত পদ্ধতি অবিচ্ছেদ্য। শূরা ছাড়া খিলাফত নেই, আর খিলাফত ছাড়াও শূরা নেই। প্রত্যেক জামাত থেকে প্রতিনিধি আসা বাধ্যতামূলক। শূরায় অনুপস্থিত থাকা শাস্তিমূলক অপরাধ। শূরা অর্থ বিতর্ক নয়, পরামর্শ। মজলিসে শূরা পার্লামেন্ট নয়, ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার একটি বিধান।

(২)

হুযূর (আইঃ) বয়াতের একলক্ষ টার্গেট দিয়েছিলেন। এ ব্যাপারে কে কি করেছেন একবার হিসাব করে দেখবেন কি? মুরব্বী সাহেবান, মোয়াল্লিমগণ এবং প্রেসিডেন্ট (আমীর) সাহেবান এ ব্যাপারে কি করেছেন? আপনারা কি মনে করেন যে, হুযূর (আইঃ) 'আকাশকুসুম' পরিকল্পনা আমাদের উপর চাপিয়ে দিয়ে দিয়েছেন? সকল সফলতা আল্লাহ্র হাতে। যে চায় সে পায়। আল্লাহ্তালা কারো সৎ কর্মকে ব্যর্থ করেন না। পৃথিবীর বহু দেশে লক্ষ লক্ষ বয়াত হচ্ছে। যারা কাজ করছে তারা ফল লাভ করছে। আপনারা কি মনে করেন যে, আমীর এবং তাঁর আল্লাহ্ এক লক্ষ বয়াত করিয়ে আপনাদেরকে উপহার দিক? এই মানসিকতা তো উম্মতে মুহাম্মদীয়ার নয়, এই মানসিকতা ইস্রায়লীদের।

(৩)

ওফাতে ঈসা, খতমে নবুওয়ত, খিলাফত, সাদাকাতে মসীহে মাওউদ ইত্যাদি বিষয়ে ছোট ছোট পুস্তিকা (দুই অথবা আড়াই ফর্মা) তবলীগের জন্য প্রয়োজন। বড় বড় বই তারাই পড়েন যারা গবেষণা করেন। তবলীগের জন্য ছোট ছোট বই কার্যকর। জামা'তের বন্ধুরা এই সব বই রচনা করে পাঠান। যার রচনা ভাল হবে তার রচনা পুস্তিকাকারে ছেপে প্রকাশ করা হবে। কলম-সৈনিক হোন, কলমের জেহাদ করুন। মসীহে মাওউদ (আঃ) বলেছিলেন, 'সাইফ কা কাম কলম সে দেখায়া জায়েগা।' তিনি বলেছিলেন, অস্ত্র নয় কলম'। কিন্তু আজ ছাত্ররা কলম ছেড়ে অস্ত্র নিয়েছে, ফলে সমগ্র দেশ আজ অশান্তির আগুনে জ্বলছে। এই অশান্তি থেকে মুক্তি লাভের একমাত্র পথ—কলমের সৎ ব্যবহার। আপনি কলম দিয়ে অসাধ্য সাধন করতে পারেন।

(৪)

ইসলাম অর্থ—আত্মসমর্পণ, আনুগত্য। যারা অর্থের কারণে, বিদ্যার কারণে, বুদ্ধির কারণে অহংকার করে, নেযামকে উপেক্ষা করে চলতে চায় তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। অনুসন্ধান করে দেখুন, যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তারা নিজ অহংকার এবং হঠকারিতার জন্যই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অতএব, সাবধান হয়ে চলুন। আপনার মধ্যে যে শয়তান বাস করে তাকে মুসলমান বানিয়ে নিন। সকল সফলতা আল্লাহ্‌র হাতে। ওয়া তোয়েজ্জো মানতাশাও ওয়া তোজিল্লু মানতা শাও। উন্নতি, অবনতি, সাফল্য, ব্যর্থতা, সম্মান, অপমান সবই আল্লাহ্‌র হাতে। মানুষ দিনকে রাত করতে পারে না, মুর্দাকে জিন্দা করতে পারে না। দোয়া করতে থাকুন, দোয়ার অস্ত্র দিয়ে বিজয়ী হোন।

(৫)

দোয়া করুন। হুযূরের (আইঃ) নির্দেশিত মসনুন দোয়াগুলি নিয়মিত পাঠ করুন। দোয়ার তরবারি দিয়ে আল্লাহ্‌র শত্রুর ঘারে আঘাত করুন। দেখবেন, বাটালবী, অমৃতসরী, লুধিয়ানভী, আমীর হাবিবউল্লাহ, ফয়সল, কালাবাগ, ভুট্টো ও জঁাদরেল জিয়ার মত ওরাও ধ্বংস হয়ে যাবে। মিসিল করে, হরতাল করে, হাঙ্গামা করে কেউ শান্তিকে লাভ করতে পারে না। শান্তি লাভ হয় অনুগত হয়ে, বিনীত প্রার্থনার মাধ্যমে। আহমদী জামাত জাগতিক বিপ্লব সাধন করে পৃথিবীর ১৫৬টি দেশে বিস্তার লাভ করে নি। অর্থ এবং জাগতিক চেষ্টায় যদি কেউ সফলতা লাভ করত তাহলে ৩০০ সিটের মধ্যে তিনটি না হয়ে তিনশ'ই হত!

(১৮ পৃষ্ঠার অবশিষ্টাংশ)

সাংবাদিকদের কাছে বলেন, 'অপরাধী যে-ই হোক না কেন তার শাস্তি হওয়া উচিত। আমার ছেলের শাস্তি হলে বাবা হিসেবে আমি দুঃখ পাবো, কিন্তু মানুষ হিসেবে আত্মতৃপ্তি পাবো। তিনি আরো বলেন, 'আমি কোন পুরস্কার চাই না।' শিল্পীর মৃত্যুর জন্য অভিযুক্ত তার ধর্ষণকারীর বাবা হলেন জনাব আবদুস সাত্তার। তিনি তার ছেলেকে যমুনা নদীর চরের এক গ্রাম থেকে ধরে আনেন এবং রংপুর কোতোয়ালী থানার পুলিশের কাছে সোপর্দ করেন। তিনি বলেন যে, পুরস্কারের জন্য তিনি তা করেন নি। আইনের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাতেই তা করেছেন।

উল্লেখিত দুই পিতাকে শুধু পত্র-পত্রিকাদির মারফতই উৎসাহিত করা যথেষ্ট বলে আমরা মনে করি না। তাদেরকে সামাজিক স্তরে দর্শনীয়ভাবে অর্থাৎ আনুষ্ঠানিকভাবে এমন কিছু করা প্রয়োজন যাতে জনসাধারণ উপলব্ধি করতে পারে যে, সমাজ সজ্জনের কদর করতে জানে এবং তাতে কোন কার্পণ্য করে না। ফলে উপরোক্ত জাগ্রত বিবেকগুলোর পরশে আরো অনেক বিবেক জেগে ওঠবে, সামাজিক পরিবেশে শোধন-প্রক্রিয়া জোরদার হবে।

চলতি দুনিয়ার হালচাল

এখনও কিছু বিবেক জাগ্রত আছে

মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

খবরের কাগজকে সমাজের আয়না বলা হয়। বর্তমান যুগে সংবাদ পত্রাদিকে শুধু স্থানীয় ও জাতীয় সমাজ জীবনেরই নয়, সমগ্র বিশ্ব-সমাজের আয়না বল্লেও অত্যুক্তি হবে বলে মনে হয় না। এই আয়নায় সমাজ জীবনের যে ছবি প্রতিবিম্বিত হয় তা বড়ই করুণ, বড়ই বেদনার। সর্বগ্রাসী অবক্ষয়ের খবরে ভরপুর থাকে পত্রিকাগুলো। তাতেই শেষ নয়, নানা কারণে বহু মারাত্মক খবরও খবরের কাগজে স্থান পায় না এবং ক্রমাগত অবস্থায় অবনতি ঘটে চলেছে। দিন, সপ্তাহ, মাস এমনকি বছরের পর বছর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পত্রিকাদি দেখুন সুখবরের কোনই সন্ধান পাবেন না। বড়ই আশ্চর্যের বিষয় যে, এই মার্চ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে দু'টি সুখবর প্রকাশিত হয়েছে। এ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে 'দুই পিতার কথা'তে (সংবাদ, ২৩-৩-৯৭) বিখ্যাত কলামিষ্ট জনাব সৈয়দ বদরুদ্দিন হোসাইন বলেন, 'গত পঞ্চাশ বছরেও বোধ হয় প্রতিদিনের সংবাদ পত্রের পৃষ্ঠায় এমন খবর, এমন ছবি পড়ি নি, দেখিনি।' খবর দু'টো নিয়ে অনেক পত্রিকাতেই সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয় লেখা হয়েছে। হয়ত আরো লিখা হবে।

সংক্ষেপে খবর দু'টো হলো: ১। চান্দু নামের এক যুবক সোনিয়া নামে সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী এক কিশোরীকে (বয়স মাত্র ১৩) এসিড নিক্ষেপ করে তার মুখ পুড়িয়ে দিয়েছে, নষ্ট করে দিয়েছে দু'টো চোখ। কারণ এই বখাটের বিয়ের প্রস্তাবে সোনিয়া সাড়া দেয় নি। আবুল হাসনাত রোডস্থ তাদের বাসায় প্রবেশ করে সে এসিড নিক্ষেপ করে। এতে সোনিয়ার মা এবং ছোট দু'ভাই (১০ ও ১২) কমবেশী আহত হয়। তাকে ধরে দেয়ার জন্যে সরকার ৩০ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে। ২। বেগম রোকেয়া কলেজের ছাত্রী শিল্পীকে ধর্ষণের অভিযোগে অভিযুক্ত পলাতক আসামী মঞ্জুকে ধরিয়ে দেয়ার জন্য ২০ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। ৮ মার্চ সন্ধ্যায় শিল্পী ধর্ষিত হয়। এরই পরিণতি ঘৃণায় লজ্জায় ফাঁসি দিয়ে আত্ম হত্যা করে সে। এরপর থেকেই অভিযুক্ত মঞ্জুর মোরশেদ ওরফে মঞ্জু পলাতক রয়েছে। পুলিশ মঞ্জুকে ধরিয়ে দেয়ার জন্য ২০ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছে (দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৪-৩-৯৭)। উপরোক্ত দুই আসামীর পিতারা নিজেরাই ছেলেদের ধরিয়ে দেন। চান্দুর পিতা জনাব আবুল হাশেম ছেলেকে নিয়ে প্রেস ক্লাবে আসেন এবং উপস্থিত

(অবশিষ্টাংশ ১৭ পৃষ্ঠায় দেখুন)

আহমদীয়া তবলিগী পকেট বুক

মূল : আল্লামা কাযী মুহাম্মদ নাযীর সাহেব, ফাযেল, প্রাক্তন নাযের ইসলাহ ও ইরশাদ

ভাষান্তর : মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

(শেষ কিস্তি)

সপ্তম দলীল :

হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালাম বলেন : "সহী দারে কুতনীর মধ্যে একটি হাদীস আছে যাতে ইমাম মুহাম্মদ বাকের (রহঃ) বলেন :

ان لمهدينا ايتين لم تكونا منذ خلق السموات والارض ينكسف القمر لاول ليلة من رمضان و تنكسف الشمس فى نصف منه -

বঙ্গানুবাদ : নিশ্চয় আমাদের মাহদীর জন্যে দু'টি নিদর্শন রয়েছে। আর যখন থেকে পৃথিবী ও আকাশসমূহকে আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন এ দু'টি নিদর্শন কোন মা'মুর বা রসূলের সময়ে প্রদর্শিত হয় নি। এর মধ্যে একটি হলো প্রতিশ্রুত মাহদীর যুগে একই রমযান মাসে চন্দ্রের গ্রহণ উহার প্রথম রাত্রে হবে অর্থাৎ ১৩ই তারিখে এবং সূর্য গ্রহণ হবে উহার মধ্যম দিনে অর্থাৎ ঐ রমযান মাসেরই ২৮ তারিখে। আর এরূপ ঘটনা দুনিয়ার জন্ম অব্দি কোন রসূল বা নবীর সময়ে কখনও প্রকাশিত হয় নি। কেবল প্রতিশ্রুত মাহদীর সময়ে এরূপ হওয়া নির্ধারিত। এখন সব ইংরেজী ও উর্দু পত্রিকা এবং বর্তমান কালের বিশিষ্ট জ্যোতির্বিজ্ঞানীগণ একথার সাক্ষ্য যে, আমার যুগেই যার মেয়াদ কমপক্ষে ১২ বছর অতিক্রম করেছে এ রকম চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ রমযান মাসে প্রকৃতই সংঘটিত হয়েছে..... আর যেহেতু এ গ্রহণের সময়ে আমি ব্যতিরেকে প্রতিশ্রুত মাহদীর দাবীকারক দুনিয়াতে কেউ মজুদ ছিলো না এবং আমার মত কেউ এ গ্রহণকে স্বীয় মাহদীয়্যতের নিদর্শনস্বরূপ নির্ধারিত করে শত শত বিজ্ঞাপন এবং পুস্তক উর্দু, আরবী ফার্সী ভাষায় বিশেষ প্রকাশ করেন নি, এজন্যে এ ঐশী নিদর্শন আমার জন্যে নির্ধারিত হয়েছে .....এ মহান নিদর্শন সম্বন্ধে আমার পূর্বে হাজার হাজার আলেম ও মুহাদ্দিস এ ঘটনার জন্যে অপেক্ষমান ছিলেন এবং মেম্বরের ওপরে উঠে কেঁদে কেঁদে ইহাকে স্মরণ করাতে ছিলেন। সুতরাং সব শেষে 'লঘুর' মৌলভী মুহাম্মদ এ যুগে এ গ্রহণের ব্যাপারে তাঁর পুস্তক 'আহওয়ালুল আখেরা'-এর মধ্যে একটি কবিতা লিখে গেছেন যার মধ্যে প্রতিশ্রুত মাহদী সম্বন্ধে বলা হয়েছে।

تیرھویں چند ستیویں سورج گرھن ھو سی اس سالے
اندر ماہ رمضا نے لکھیا ھک روایت والے

(অর্থাৎ একজন বর্ণনাকারী লিখেছেন যে, এক বছর রমযান মাসের ১৩ তারিখ চন্দ্র গ্রহণ ও ২৭ তারিখ সূর্য গ্রহণ হবে)

(হাকিকাতুল ওহী ১৯৪-১৯৭ পৃষ্ঠা)

পুনরায় তিনি বলেন :

"এ ভবিষ্যদ্বাণীর চারটি দিক রয়েছে (১) অর্থাৎ চন্দ্র গ্রহণ নির্ধারিত রাত্রের প্রথম রাত্রে হবে (২) সূর্য গ্রহণ উহার নির্ধারিত দিনগুলোর মাঝের দিনে হবে। (৩) রমযান মাসে হবে এবং (৪) দাবীকারকের উপস্থিতি থাকবে, যাকে মিথ্যেবাদী বলা হবে। যদি এই ভবিষ্যদ্বাণীর মাহাত্ম্যকে অস্বীকার করো তাহলে এর দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করো।"

(তোহ্ফা গোলড়াবিয়া, পৃষ্ঠা-৩০)

অষ্টম দলীল :

আবু দাউদের হাদীসে বর্ণিত আছে :

ان الله يبعث لهذه الامة على راس كل مائة سنة من يجدد لها دينها ـ

(ابو داؤد جلد ۲ ص ۲۱۱ نو لكشور كتاب الملاحم)

তরজমা : নিশ্চয় আল্লাহ্তা'লা এ উম্মতের জন্যে প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে এরূপ ব্যক্তিকে আবির্ভূত করতে থাকবেন যিনি এ উম্মতের জন্যে তাদের ধর্মকে সঞ্জীবিত করতে থাকবেন। (আবু দাউদ, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২১১, নভেল কিশোর, কিতাবুল মালাহেম,)

এ হাদীসের আলোকে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী আলায়হেস সালাম এ দাবী করেছেন যে, তিনিই চৌদ্দশ' শতাব্দীর মুজাদ্দিদ। তাঁর (সাঃ) যুগে কোন ব্যক্তি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে মুজাদ্দিদ দাবীও করেন নি। এ কারণে এই বিষয় একথার উজ্জ্বল প্রমাণ বহন করে যে, প্রকৃতই তিনিই ইসলামের পুনর্জাগরণের জন্যে খোদাতা'লার পক্ষ থেকে প্রেরিত হয়েছেন। ইহা আশ্চর্য কথা যে, তাঁর (আঃ) যুগে মুজাদ্দিদের মিথ্যে দাবীও কেউ করেনি। যাইহোক উচিত তো ইহাই ছিলো যে, যদি তিনি (আঃ) মাআযাল্লাহ্ (আল্লাহ্ রক্ষা করুন) খোদার পক্ষ থেকে না হতেন তাহলে খোদাতা'লার অন্য কাউকে তাঁর (আঃ) মোকাবেলায় মুজাদ্দিদের দাবী নিয়ে খাড়া করতেন এবং পরে সে মোকাবেলা করে তাঁকে (আঃ) পর্যুদস্ত করে দিতেন।

নবম দলীল :

আল্লাহতা'লা কুরআন করীমে ইহুদীদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন :

قل يايها الذين هادوا ان زعمتم انكم اولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صدقين ٥ (الجمع ركوع ۱)

বঙ্গানুবাদ : তুমি বলো, "হে যারা ইহুদী হয়েছো! যদি তোমরা মনে করো যে, সকল মানুষকে বাদ দিয়ে তোমরাই আল্লাহ্র বন্ধু তাহলে তোমরা মৃত্যু কামনা করো যদি তোমরা সত্যবাদী হও। (সূরা জুমুয়া : ৭ আয়াত)

এ আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মৃত্যুর প্রত্যাশী যদি এ প্রত্যাশার পর শীঘ্র ধ্বংস হওয়া থেকে বেঁচে যায় তাহলে এর অর্থ হয় সে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। যদি কেউ

ভুলবশতঃ নিজে নিজেকে খোদার প্রিয় বান্দাদের অন্যতম মনে করে এবং মৃত্যুর কামনা করে বসে তাহলে পরে তার মৃত্যু নিদর্শনে পরিণত হয়। যেভাবে আবূ জাহল বদরের যুদ্ধে এ কামনা করেছিলো যে, হে খোদা! আমাদের উভয়ের মধ্যে যে মিথ্যেবাদী তাকে এখানে মৃত্যু দাও। সুতরাং সে বদরের যুদ্ধে মারা গেল এবং তার মৃত্যু ইসলামের সত্যতার নিদর্শনে পরিণত হলো।

হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালামকে মিথ্যেবাদী মনে করে এবং মোকাবেলায় নিজেকে নিজে সত্যবাদী মনে করে যেসব লোক তাঁর (আঃ) বিরুদ্ধে বদ দোয়া করেছে এবং তাঁর (আঃ) সত্যবাদী হওয়ার অবস্থায় নিজেদের মৃত্যু কামনা করেছে তারা সকলেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়েছে।

হযরত মসীহ মাওউদ আলায়হেস সালাম লোকদের মাঝে এ প্রতীতি জন্মাবার জন্যে যে, তিনি (আঃ) খোদাতা'লার পক্ষ থেকে আবির্ভূত হয়েছেন, তিনি (আঃ) আল্লাহ্র দরগাহে এ দোয়া করেছেন: (অনিবার্য কারণে মূল কবিতা ছাপানো সম্ভব হলো না। পুস্তক ছাপানোর সময়ে তা সংযোজিত করা হবে, ইনশাআল্লাহ—সম্পাদক)

বঙ্গানুবাদ ঃ হে সর্বশক্তিমান ও আকাশ এবং পৃথিবীর স্রষ্টা! হে পরম দয়াময় করুণাময় ও পথপ্রদর্শক। হে ঐ সত্তা যিনি অন্তরের প্রতি দৃষ্টি রাখেন! হে ঐ সত্তা যাঁর নিকট কোন কিছু গোপন নেই! যদি তুমি আমাকে বিদ্রোহী, অবাধ্য ও দুষ্টামিতে পরিপূর্ণ দেখো, যদি তুমি আমাকে দেখে থাক যে, আমি আসলেই খারাপ—তাহলে আমার মত খারাপ লোককে তুমি টুকরো টুকরো করে দাও এবং আমার বিরুদ্ধবাদীদের খুশী করে দাও। তাদের হৃদয়ের ওপরে করুণার বারিধারা বর্ষণ করো এবং তোমার আশীষে তাদের সব আকাঙ্খা পূর্ণ করে দাও—আর আমার ঘর-বাড়ীর ওপরে অগ্নি বর্ষণ করো। আমার শত্রু হয়ে যাও। আমার সমস্ত কর্মকাণ্ড ধ্বংস করে দাও। কিন্তু যদি তুমি আমাকে তোমার আনুগত্যশীল বান্দা হিসেবে দেখো তাহলে তুমি আমার প্রাণে যে ভালবাসা আছে তা দেখে থাকবে, যার তত্ত্ব তুমি দুনিয়ার নিকট গোপন রেখেছো। তুমি আমার নিকট ভালবাসার কারণে ধরা দাও এবং এসব গোপনীয়তাকে কিছু হলেও উন্মোচন করে দাও। (হাকীকাতুল মাহ্দী)

এ দোয়ার পরে তাঁর (আঃ) হাতে কতিপয় নিদর্শন প্রকাশিত হয়। আর খোদাতা'লা তাঁকে (আঃ) জগতে কবুলিয়ৎ দান করেন এবং তাঁর (আঃ) ধ্বংসের পরিবর্তে তাঁকে (আঃ) প্রত্যেক রঙ্গে উন্নতি দিয়ে স্বীয় সাহায্যে ভালবাসার প্রমাণ দিয়ে দেন। এর মধ্যে চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গের জন্যে একটি বড় নিদর্শন রয়েছে!

দশম দলীল ঃ

কুরআন শরীফে ইসলামের বিরুদ্ধবাদীদেরকে فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ (অর্থাৎ এর মত একটি সূরা নিয়ে এস তো)-এর চ্যালেঞ্জ প্রদান করা হয়েছে যে, এর সদৃশ একটি

সূরাও তৈরী করে নিয়ে এসো। এবং সাথে সাথে এ ভবিষ্যদ্বাণীও করা হয়েছে এবং হেদায়াত দেয়া হয়েছে

فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التى وقودها الناس والحجارة اعدت للكفرين (البقرة ركوع ٣)

অর্থাৎ, যদি তোমরা এরূপ করতে না পারো আর তোমরা ইহা অবশ্যই করতে পারবে না—তাহলে তোমরা ঐ আগুন থেকে আত্মরক্ষা করো যার ইন্ধন হলো মানুষ ও পাথর। (সূরা বাকারা : ২৫ আয়াত)

পুনরায় খোদাতা'লা ইহা বুঝিয়েছেন যে,

فان لم يستجيبوا لكم فاعلموا انما انزل بعلم الله (القرآن)

(অর্থাৎ, অতঃপর যদি তারা তোমাদের আহ্বানে সাড়া দেয় তাহলে জেনে রাখো যে, তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তা আল্লাহ্‌র বিশেষ জ্ঞানের বিষয়ীভূত) (সূরা হূদ : ১৫ আয়াত—অনুবাদক)

যদি বিরুদ্ধবাদীগণ তোমার এ চ্যালেঞ্জের জবাব না দেয় তাহলে পরে জেনে রাখো যে, এ কুরআন খোদাতা'লার জ্ঞানে অবতীর্ণ করা হয়েছে। ইসলামের বিরুদ্ধবাদীগণ কুরআনের এ আহ্বানের জবাবে বিনীত পথে না চলে আগাগোড়া অবিশ্বস্ততা করে, যেভাবে কুরআনে বলা হয়েছে যে,

لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الا اساطير الاولين (القرآن)

[অর্থাৎ আমরাও ইচ্ছা করলে নিশ্চয় এর অনুরূপ বলতে পারি। ইহা প্রাচীন লোকদের কাহিনী ব্যতিরেকে আর কিছুই নয়—(সূরা আনফাল : ৩২ আয়াত—অনুবাদক)] এ কথার উজ্জ্বল দলীল এই যে, কুরআন খোদার বাণী এবং আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের স্বীয় দাবীতে সত্যবাদী যে, তিনি (সাঃ) খোদাতা'লার পক্ষ থেকে প্রত্যাদিষ্ট এবং তিনিই তাঁকে (আঃ) এ জ্ঞান-ভিত্তিক অলৌকিক নিদর্শন দান করেছেন যার মোকাবেলায় দুনিয়া অপারগ।

যেহেতু হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের আধ্যাত্মিক সন্তান এবং তাঁর (সাঃ) পরিপূর্ণ প্রতিচ্ছবি এজন্যে আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের প্রতিচ্ছায়ায় তাকে জ্ঞান-বিষয়ক অলৌকিক নিদর্শন ঐ সময়ে দান করা হয়েছে যখন কতক লোক বলেছিলো যে, তিনি (সাঃ) আরবী ভাষায় পারদর্শী নন।

তিনি (সাঃ) আল্লাহ্‌তা'লার সাহায্য ও সমর্থনে 'ই'জাযুল মসীহ্' ও 'ই'জাযে আহমদী' নামক দু'খানা পুস্তক প্রণয়ন করেন এবং তাঁর (সাঃ) যুগের আলেমগণকে এর দৃষ্টান্ত

স্থাপন করার আহ্‌বান জানান। এর মধ্যে প্রত্যেক পুস্তকের সাথে এ ভবিষ্যদ্বাণী ছিলো যে, লোকেরা এর মত পুস্তক প্রণয়ন করার শক্তি রাখবে না। 'ই'জাযুল মসীহ' সূরা ফাতিহার ব্যাখ্যা সম্বলিত যার মধ্যে হাকায়েক ও মা'রেফ (সত্যতার যুক্তি-প্রমাণ ও তত্ত্ব কথা) এর সমুদ্র তরঙ্গায়িত হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে তাঁর (আঃ) নিকট ইলহাম হয়েছে।

من قام للجواب و تنمر فسوف یری انه تندم وتدمر-

(ٹائٹل پیج اعجاز المسیح)

অর্থাৎ যে ইহার জবাব দিতে দণ্ডায়মান হবে সে শীঘ্রই দেখবে যে, সে লজ্জিত ও অপমানিত হবে। (ই'জাযুল মসীহ পুস্তকের কভার পৃষ্ঠায়)

'ই'জাযুল মসীহ্'-এর জবাব লেখার কারও শক্তি হলো না। 'ই'জাযে আহমদী' পুস্তকের জবাব লেখার ব্যাপারে মৌলভী সানাউল্লাহ্-এর ব্যাপারে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণীও পূর্ণ হয়েছে যে, সে এর জবাব লিখতে সফলকাম হবে না।

কালামুল ইমাম

হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালাম স্বীয় সত্যতার প্রসঙ্গে লিখেন:

"আমার এমন কোন রাত খুব কমই অতিবাহিত হয় যাতে আমাকে এ সান্ত্বনা না দেয়া হয় যে, আমি তোমার সঙ্গে রয়েছি এবং আমার ঐশী সেনাদল তোমার সাথে আছে। যদিও পবিত্রচেতা লোকেরা মৃত্যুর পরে খোদাকে দেখবেন কিন্তু আমি তাঁর মুখের কসম খেয়ে বলছি যে, আমি এখনই তাঁকে দেখছি। দুনিয়া আমাকে চিনে না কিন্তু তিনি আমাকে চিনেন যিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন। ইহা ঐসব লোকের ত্রুটি এবং সর্বৈব দুর্ভাগ্য যে, তারা আমার ধ্বংস কামনা করে। আমি ঐ বৃক্ষ যাকে প্রকৃত সর্বাধিপতি স্বীয় হস্তে লাগিয়েছেন। যে ব্যক্তি আমাকে কর্তন করতে চায় তাদের পরিণাম ইহা ব্যতিরেকে আর কিছুই হবে না যে, তারা কারূন ও ইহুদা স্ক্রুতীয় এবং আবু জাহলের ভাগ্য থেকে কিছু অংশ নিতে প্রত্যাশা করে...... হে লোকসকল! তোমরা নিশ্চিৎ জেনে রাখো যে, আমার সাথে ঐ হাত রয়েছে যা শেষ সময় পর্যন্ত বিশ্বস্ততা রক্ষা করবে। যদি তোমাদের পুরুষ ও তোমাদের মহিলারা এবং তোমাদের যুবকগণ ও তোমাদের বৃদ্ধগণ এবং তোমাদের ছোটরা ও তোমাদের বড়রা সবাই একত্রিত হয়ে আমার ধ্বংসের জন্যে দোয়া করতে করতে তোমাদের নাক গলে যায় এবং হাত পাথর হয়ে যায় তবুও খোদা অবশ্যই তোমাদের দোয়া শুনবেন না। আর তাঁর কাজ যতক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ না হবে তিনি থামবেন না। আর মানুষের মধ্যে যদি একজনও আমার সাথী না হয় তাহলে খোদাতা'লার ফিরিশ্‌তা আমার সাথী হবেন। যদি তোমরা সাক্ষ্যকে গোপন করো তাহলে ঐ সময় সন্নিকট

যে, পাথর আমার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে। অতএব তোমাদের প্রাণের ওপরে যুলুম করো না। মিথ্যেবাদীদের মুখ এক প্রকার হয়ে থাকে আর সত্যবাদীদের অন্য প্রকার। খোদাতা'লা কোন বিষয়কেই মীমাংসা ব্যতিরেকে ছেড়ে দেন না। আমি ঐ জীবনের উপরে অভিসম্পাত বর্ষণ করি যা মিথ্যে ও মিথ্যারোপের সাথে সম্পৃক্ত। আরও ঐ অবস্থার প্রতি (অভিসম্পাত বর্ষণ করি) যা সৃষ্টিকে ভয় করে স্রষ্টার বিষয়কে উপেক্ষা করে বা কোণঠাসা করে রাখে। ঐ সেবা যা সঠিক সময়ে সর্বশক্তিমান খোদা আমার ওপরে ন্যস্ত করেছেন এবং এজন্যেই আমাকে সৃষ্টি করেছেন। মোটেই সম্ভব নয় যে, আমি এতে দুর্বলতা দেখাই। যদিও সূর্য একদিকে হয় আর পৃথিবী একদিকে মিলিতভাবে আমাকে পিষে ফেলতে চায়। মানুষ কী, কেবল একটি কীট মাত্র। আর মানবই বা কী কেবল একটি জমাট রক্তপিণ্ড। সুতরাং কী করে আমি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী খোদার আদেশকে একটি কীট বা একটি জমাট রক্তপিণ্ডের জন্যে অমান্য করি। যেভাবে খোদাতা'লা প্রথমে প্রত্যাদিষ্ট পুরুষগণের ও মিথ্যেবাদীদের মধ্যে পরিশেষে একদিন মীমাংসা করে দিয়েছেন এভাবেই তিনি এখনও মীমাংসা করবেন। খোদতা'লার প্রত্যাদিষ্ট পুরুষগণের আগমনের একটি ঋতু হয়ে থাকে এবং পরে যাবার জন্যে একটি ঋতু। সুতরাং দৃঢ়ভাবে বুঝে নাও যে, আমি অসময়ে আসিনি এবং অসময়ে যাব না। খোদার সাথে যুদ্ধ করো না। তোমাদের কাজ নয় যে, তোমরা আমাকে ধ্বংস করো।" (যমীমা তোহ্ফা গোলড়াবিয়া)

শুভ সমাপ্তি

পরিশেষে আমাদের দোয়া এই যে, সকল প্রশংসা সমগ্র জগতের প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহ্-তা'লার জন্যে।

[জনাব নূরুদ্দীন আমজাদ খান চৌধুরী, মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক ও মাওলানা মুহাম্মাদ মাযহারুল হাক সাহেবদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ও তাদের জন্যে দোয়া করছি—অনুবাদক]

হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক নির্দেশিত নিম্নোক্ত দোয়াটি প্রত্যেক আহমদী অধিক সংখ্যায় রীতিমত পড়তে থাকুন:

اَللّٰهُمَّ مَزِّقْهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ وَسْحِقْهُمْ تَسْحِيْقًا

(আল্লাহুম্মা মায্যিকহুম কুল্লা মুমায্যাকিন ওয়া সাহ্হিক্হুম তাস্হীকা)

অর্থ: হে আল্লাহ্! তুমি তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে খণ্ড-বিখণ্ড কর এবং তাহাদিগকে একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেল।

তৌহিদী জনতার অপরূপ রূপ

—আহমদ সেলবসী

বাংলাদেশে কথায় কথায় মৌলবাদীরা 'তৌহিদী জনতা' এর দোহাই দিয়ে থাকেন। তাদের মতে তৌহিদী জনতার সংখ্যা বার কোটি অথবা কম করে হলেও এগার কোটি। এই কোটি কোটি 'তৌহিদী জনতা' এর মধ্যে রয়েছে,—পাগলা বাবা, বদনা পীর, নেংটা পীর, চুপশাহ, জিন্দা পীর, লোটা শাহ, কাঁথা শাহ, গরম পীর সহ আরো বহু পীরের জটাধারী, গাঁজাখোর শিষ্যরা। তাছাড়া রয়েছে অসংখ্য কবর পূজারী ভক্তবৃন্দ। যারা দিনরাত মাজারে বাতি জ্বালিয়ে, ফুল দিয়ে, মানত করে, সেজদা করে, লাল, নীল সুতা বেঁধে, গীলাফে ধরে কান্নাকাটি করে প্রার্থনা করে। 'গঞ্জ বকশ' এর কাছে ধন চায় সন্তান চায়।

একদল তৌহীদ পন্থী আছেন যারা মনে করেন যে, নবী করীম (সাঃ) প্রতিটি মিলাদ মাহফিলে এসে উপস্থিত হন। যার জন্য সবাই দাঁড়িয়ে সালাম বলতে থাকে। কোন কোন তৌহীদ পন্থী আছেন যারা কলা পড়া, ডিম পড়া খাইয়ে নিঃসন্তান মহিলাদের বাচ্চা উৎপাদন করে থাকেন। কোন কোন সময় ব্যর্থ হলে জেলের ভাতও খেয়ে আসেন। নকল পাওডার তৈরী করে এক ঔষধে শত শত রোগের চিকিৎসা করেন। একদল তৌহীদ পন্থী আছেন যারা ভাগ্য গণনা করে পাথর দিয়ে ভাগ্য পরিবর্তন করে দেন। কেউ কেউ 'ইলিম' দিয়ে চোর ধরে দেন।

কেউ কেউ তাবিজ কবচ বিক্রি করে মানুষের বালা-মুসিবত দূর করে দেন। কেউ কেউ শ্লোগান দেয়—'খাজা বাবার দরবারে কেউ ফেরে না খালি হাতে।' অনেকে আছেন 'বাবা ভাণ্ডারী' এর কাছে মকসুদ হাসিলের জন্য মানত মানে।

কেউ কেউ বলে, 'শরীয়তকা ডর নেহি সাফ কহ দো, খাজা খোদ খোদা বনকে আয়া।'

অনেক তৌহীদ পন্থী আছে যারা পীরের সঙ্গে স্রষ্টার বাসর রাত্রি উদযাপন করায়। তারা এই বাসর রাত্রির নাম দিয়েছে 'মহা পবিত্র উরস মোবারক শরীফ।' কোন কোন তৌহিদী পীর আছেন যিনি কোন কোন সৌভাগ্যশালী রাষ্ট্র প্রধানের মাথায় হাত রাখলে ঐ রাষ্ট্র প্রধান কমপক্ষে ছয় বৎসরের জন্য জেল খানায় চলে যান। নির্বাচনে দাঁড়িয়ে দোয়া চাইলে সকলের জামানত বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়। এদের 'উরুস শরীফে' উটের প্রশ্রাব বিক্রি হয়। বহু ভক্ত আছে যারা জিন্দা ও মোর্দা পীর কেবলাকে সেজদা করে। বহু 'তৌহীদ' পন্থী আছেন, যারা সুন্দরী মেয়েদের ঘাড় থেকে 'জিন' ও পরীর আসর দূর করেন। কবি হালী বলেছেন,—

করে গয়ের গর বুত কি পুজা তো কাফের,
জু ঠেহ্‌রায়ে বেটা খোদাকা তো কাফের,
ঝুকে আগ পর বর সেজদা তো কাফের,
কওয়াকীব মে মানে করিসমা তো কাফের।
মগর মুমেন্ন পর কুশাদা হ্যায় রাহে,
পরশতশ করে শৌক সে জিসকি চাহে।
নবী কো জো চাহে খোদা কর দেখায়ে,
ইমামুকা রুতবা নবী সে বাড়হায়ে,
মাজারো পে যাযা কে মাঙ্গে দোয়ায়ে,
না তৌহীদ সে কুচ খুলুল ইস সে আয়ে,
না ইসলাম বিগড়ে না ঈমান যায়ে।
কী চমৎকার তৌহিদী জনতার রূপ!

জনৈক বাঙ্গালী কবি বলেছেন,—

যান, গাছ তলে পড়ে ধোঁকে।
ইটের টীপি ও দরগা কবর,
দেখলে কোথাও হয়ে বে-খবর,
লুটায় সেথা কি পাবার ঝোঁকে?
মসজিদ হতেছে জঞ্জাল স্তুপ,
পীরের কবরে জ্বালে বাতি ধূপ;
এরাই মুসলিম তৌহীদবাদী?
(মাসিক কোরআন প্রচার, ১৪শ বর্ষ, ৬ সংখ্যা)

মিরাজ ও বিজ্ঞান নামে একটি পুস্তকে বলা হয়েছে, "নবী করীম (সাঃ) সৈয়দ আহমদ কবীর বেফারীর অনুরোধে—তাঁর কবর থেকে হাত বের করে দিয়েছিলেন যা আব্দুল কাদির জিলানী সহ ৯০ হাজার লোক দর্শন করেছিল।"

আমাদের দেশে বহু পীরের কথা বলা হয় যারা মুর্দা জিন্দা করেছেন, প্রতিদিন বাংলাদেশ থেকে মদীনার মসজিদে গিয়ে আসরের নামায পড়েছেন, কখন কখন অদৃশ্য হয়ে গেছেন, মাছের উপর বাঘের সওয়ার হয়ে ভ্রমণ করেছেন, ধমক দিয়ে বড় বড় পাথরকে সরিয়ে দিয়েছেন, জিনদেরকে মাছ, কবুতর, কচ্ছপ, কুমীর বানিয়ে দিয়েছেন, নিজের ছেলেকে এক হুকুমে মেরে ফেলেছেন। কোন কোন তৌহিদী জনতা বলে যে, বড় পীর

দস্তগীর সাহেব মুর্দা জিন্দা করতে পারতেন, আজরাইল তাকে ভয় করত। কতো কাহিনী রচিত হয়েছে এসব ব্যাপারে! মহানবীর (সাঃ) জীবনে যা ঘটেনি এমন সব কেরামত 'তৌহীদ পন্থী'দের মতে ঘটেছে বাচ্চা পীর, চেংড়া পীরদের জীবনে! অনেক 'তৌহীদ পন্থী' আছে যারা আল্লাহ্ ও রসূলের কথায় বিশ্বাস না করে খৃষ্টান মেয়ে জিন ডিক্শনের ভবিষ্যদ্বাণীতে বিশ্বাস করে। তৌহিদী জনতার মুখপত্র 'ইনকিলাবে' এ ব্যাপারে আলোচনা প্রকাশিত হয়।

কেউ হয়তো বলবে যে, এই সব বিশ্বাস সাধারণ মানুষের, বড় বড় আলেমদের নয়। বলি, সাধারণ মানুষ তাহলে তৌহিদী জনতার মধ্যে গণ্য নয়? যদি তাই হয় তাহলে তৌহিদী জনতার সংখ্যা কত?

যারা বলে, ঈসা (আঃ) মুর্দা জিন্দা করতে পারতেন, পাখী বানাতে পারতেন তারা কি মূর্খ? বিভিন্ন তফসীরে যারা এসব গল্প কাহিনী লিখে গেছেন তারা কি আলেম রূপে গণ্য হচ্ছেন না? এরা কি কথিত তৌহিদী জনতার নেতৃস্থানীয় নন? সিরাতে হালাবীয়া, ১ম খণ্ড, ৩৭ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, মহানবীর (সাঃ) জন্মের পর কাবার মূর্তির ভিতর থেকে ধ্বনিত হল,—"একটি পবিত্র সন্তান প্রকাশ হওয়ার চাদর পরিধান করেছে। তাঁর জ্যোতিতে পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিমের শূন্যস্থান আলোকিত হয়ে গেছে। তাঁর উদ্দেশ্যে সকল মূর্তি উপুড় হয়ে পড়ে গেছে (দৈনিক জনকণ্ঠ, বিশেষ সংখ্যা, ২১শে আগষ্ট, ১৯৯৪)। মূর্তি যদি কথা বলতে পারে এবং মহানবীকে (সাঃ) উপুড় হয়ে সেজদা করে তাহলে কি এ কথাই প্রমাণ হয় না যে, মূর্তিও আল্লাহ্র মত ভবিষ্যদ্বাণী করে গায়েবের সংবাদ দিতে পারে এবং সেজদা করে মহানবীকে (সাঃ) সম্মান দেখাতে পারে যেভাবে আদমকে (আঃ) ফিরিশ্তারা সেজদা করেছিল? তথা কথিত তৌহিদী জনতার নেতৃবৃন্দ এ ব্যাপারে জবাব দিবেন কি? মৌলানা আমিনুল ইসলাম তৌহিদী জনতার একজন প্রখ্যাত নেতা। তিনি লিখেছেন ইমাম আবু হানিফা "জীবনের চল্লিশটি বছর যাবত এশার নামাযের ওযু দ্বারা ফযরের নামায আদায় করতেন" (দৈনিক ইনকিলাব ১৭ জুলাই, ১৯৯০)। অর্থাৎ মহানবী (সাঃ) চল্লিশ কেন এক বৎসরও এশার ওযু দিয়ে ফজর পড়েন নি। ইমাম আবু হানিফা চল্লিশ বৎসর পড়েছেন। তৌহিদী জনতার এই নেতার কাছে জিজ্ঞেস করি, ইমাম আবু হানিফা কি চল্লিশ বৎসর রাতে ঘুমাননি? স্ত্রীর হক আদায় করেন নি? তিনি কি রসূল করীমের (সাঃ) চাইতেও পরহেযগার ছিলেন? হায়রে তৌহিদী জনতা, হায়রে তৌহিদী জনতার নেতৃবৃন্দ! এহেন 'তৌহীদ' থেকে আল্লাহ্ তা'লা প্রকৃত তৌহীদ পন্থীদেরকে রক্ষা করুন, আমীন।

প্রকৃত তৌহীদ হল, নামে, গুণে, সত্তায় কেউই আল্লাহ্র সমকক্ষ নয়। লাইসা কা মিসলিহী শাইউন। তাঁর কোন তুলনা নেই, তাঁর কোন উপমা নেই। সর্বশ্রেষ্ঠ নবীও তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ বান্দা (সাঃ)।

আহমদী

—কামাল উদ্দিন আহমদ

মোহাম্মদ আমার চেতনা,
আহমদ আমার বিশ্বাস।
মোহাম্মদ আমার প্রিয় প্রভু
আহমদ আমার হৃদয়স্পন্দিত বিপ্লব
মোহাম্মদ আমার চলার পথের মহান আদর্শ,
আহমদ আমার ইসলামী শপথে সাহসী উপমা।

মোহাম্মদ আমার চেতনা,
আহমদ আমার বিশ্বাস।
মহান নবী-নেতা আমার প্রিয় প্রভু,
যুগ-ইমাম ইসলামের নবজাগরণ-শিখা।

মোহাম্মদ আহমদ আমার চেতনা
আমার বিশ্বাস, আমার প্রভু;
যিনি মোহাম্মদ তিনিই আহমদ, এ কথা ভুলি না কভু।
তিনি কখনো মোহাম্মদ, কখনো আহমদ,
আমিও যেমনে মোহাম্মদী, তেমনি আহমদী, তাই
একজন খাঁটি মুসলিমরূপে,
আমি আহমদী—
এ ঘোষণা দিয়ে যাই।

কালামুল ইমাম

"আমি তোমার ওপরে আশীষের পর আশীষ বর্ষণ করবো এমন কি রাজা-বাদশাহ্‌গণ তোমার কাপড় থেকে কল্যাণ অন্বেষণ করবে।" সুতরাং তোমরা যারা শ্রবণ করছো এ কথাগুলো মনে রেখ এবং এ ভবিষ্যদ্বাণীগুলো তোমরা সিন্দুকে আবদ্ধ করে রেখো, কেননা, ইহা আল্লাহ্‌তা'লার বাণী যা একদিন পূর্ণ হবেই।"

"ইসলাম ব্যতিরেকে সর্বপ্রকার বিশ্বাস বিনাশপ্রাপ্ত হবে। সকল অস্ত্রই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে কেবল ইসলামের ঐশী অস্ত্র ব্যতিরেকে যা ভাঙ্গবেও না এবং ভোঁতাও হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না ইহা অন্ধকারের শক্তিকে ভস্মীভূত করে। সময় ঘনিয়ে এসেছে যখন প্রকৃত তৌহীদ (একত্ববাদ) সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে এমন কি মরুভূমির অজ্ঞ অধিবাসীরাও তাদের হৃদয়ে তা অনুভব করবে।"

[হযরত ইমাম মাহদী (আঃ): তবলীগে রিসালত: ৬ষ্ঠ খণ্ড পৃঃ ৮]

পত্র-পত্রিকা থেকে

আলজেরিয়ায় মৌলবাদ বিরোধী অভিযানে এ পর্যন্ত প্রায় চার হাজার নিখোঁজ

আলজেরিয়ায় ১৯৯২ সাল থেকে শুরু হওয়া মৌলবাদী আন্দোলন ও নিরাপত্তা অভিযানে এ পর্যন্ত তিন থেকে চার হাজার লোক নিখোঁজ হয়েছে। প্যারিস ভিত্তিক মানবাধিকার সংস্থা দ্য ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন ফর হিউম্যান রাইটস শুক্রবার এ কথা জানায়। খবর এপি।

আলজেরিয়ার রাজধানী আলজিয়ার্স এবং এর আশপাশের উপশহরগুলোতে দশটির মতো ডিটেনশন ক্যাম্প রয়েছে, যেখানে নিরাপত্তা বাহিনী লোকজনকে বন্দী করে রেখেছে এবং কখনো কখনো সেখানে নির্যাতন চালাচ্ছে। আলজেরিয়ার কর্মকর্তারা স্বীকার করেছেন যে, অনেক ক্ষেত্রেই বাড়াবাড়ি হয়েছে, তবে এখন আর সে রকমটি নেই এবং অভিযুক্তদের সাজা দেয়া হয়েছে।

আলজেরিয়ায় স্বাভাবিক বন্দি অবস্থার বাইরে অযৌক্তিক গ্রেফতার এবং কেন্দ্রগুলোতে ডিটেনশন অব্যাহত থাকলেও কর্তৃপক্ষ তা অস্বীকার করেছে।

মানবাধিকার সংস্থার সভাপতি প্যাট্রিক বোদুইন বলেছেন, রাষ্ট্রকে অবশ্যই দায়িত্ব নিতে হবে এবং মানবাধিকার ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে আইনগতভাবে অগ্রসর হতে হবে।

পাকিস্তানে শিয়া-সুন্নী দাঙ্গায় ৪ জনের প্রাণহানি

পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশে নতুন করে শিয়া-সুন্নী দাঙ্গা শুরু হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, এবারের দাঙ্গায় কমপক্ষে ৪ জন নিহত হয়েছে।

পাঞ্জাব পুলিশ জানায়, গত শুক্রবার দিবাগত রাতে ফয়সলাবাদে শিয়া মুসলমানদের দোকানগুলোর ওপর বন্দুকধারিরা গুলি ছুঁড়লে ৩ জন নিহত হয়। কয়েক ঘন্টা পরই লাহোরে সুন্নী মুসলমানদের একটি মসজিদে ফজরের নামাজের সময় বন্দুকধারিরা গুলি চালায় এবং এতে একজন নিহত ও তিনজন আহত হয়। কর্তৃপক্ষ এ সহিংসতা আরো বেড়ে যাবার আশংকা করছে বলে বিবিসি জানিয়েছে।

(৪/৫/৯৭ তারিখের দৈনিক আজকের কাগজের সৌজন্যে)

মউলানা মান্নানের মদের প্রেসক্রিপশন

কাগজ প্রতিবেদক : মউলানা মান্নান মদ খাওয়াকে জায়েজ বলেছেন। অবশ্য স্বাস্থ্যের জন্যে। তার পত্রিকা ইনকিলাবের স্বাস্থ্য পাতার গতকাল 'স্বাস্থ্য ক্যাপসুলে' এ তথ্য ছাপা হয়েছে। প্রেসক্রিপশনে বলা হয়েছে, পুরুষের জন্যে মদপান দিনে দু'বারের বেশী নয় এবং মহিলাদের জন্যে তা রোজ একবারে সীমিত রাখতে হবে।

(২৮/৪/৯৭ তারিখের দৈনিক আজকের কাগজের সৌজন্যে)

শিবিরের উন্মত্ত ধ্বংসযজ্ঞ ।। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ০ উপচার্যের বাসায় বোমা হামলা ০ শিক্ষকদের বাসায় হামলা-ভাঙচুর-লুটপাট ০ কর্মচারিদের মারধর ০ যানবাহনে আগুন ০ পুলিশ যথারীতি নিরব দর্শক ৩ ক্যাম্পাসে বিডিআর মোতায়েনের নির্দেশ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি : মৌলবাদী সংগঠন ছাত্র শিবিরের সশস্ত্র কর্মিদের হাতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস তছনছ হয়েছে। এই নারকীয় ধ্বংসযজ্ঞে ক্ষয়ক্ষতি প্রায় কোটি টাকা। উপাচার্যসহ শিক্ষকদের বাসায় বাসায় শক্তিশালী বোমা ছোঁড়া হয়েছে। হামলা ও ভাঙচুর হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন কর্মচারি শিবির ক্যাডার-দের হাতে জখম হয়েছে।

জানা গেছে, শিবিরের ডাকা ধর্মঘট চলাকালে দুপুর ১২টার দিকে আকস্মিকভাবে শিবিরের সশস্ত্র ক্যাডাররা উন্মত্ত হয়ে ভাঙচুর মারধর বোমাবাজি ও ঘ্বালাও পোড়াও শুরু করে। শিবির কর্মিরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রণী ব্যাংক প্রশাসনিক ভবন, উপাচার্যের মূল বাসভবন ও বর্তমান উপাচার্যের বাসভবনসহ বেশ কয়েকজন প্রভাবশালী শিক্ষকের বাসায় হামলা চালায়। এই ধ্বংসযজ্ঞ চলাকালে শিবির ক্যাডারদের হাতে কয়েকজন কর্মচারী আহত হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শিদের বিবরণ মতে, গতকাল সকাল এগারটায় বিশ্ববিদ্যালয়স্থ অগ্রণী ব্যাংক শাখায় প্রথম বর্ষ ভর্তি ফরম প্রদানকালে শিবিরের ক্যাডাররা ব্যাপক বোমা-বাজি চালিয়ে ক্যাম্পাসে আতংক সৃষ্টি করে। এ সময় পুলিশ তাদের ধাওয়া করলে শিবির কর্মিরা পাল্টা পুলিশকে ধাওয়া করে। শিবিরের ধাওয়া খেয়ে পুলিশ জিমনাসিয়ামসহ ক্যাম্পা-সের বিভিন্ন নিরাপদ স্থানে পালিয়ে গেলে শিবির ক্যাডারা দুপুর বারোটা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত ক্যাম্পাসে ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা চালায়।

এক ঘন্টা ধরে ধ্বংসলীলা চালানোর সময় শিবির ক্যাডাররা মুখে কালো কাপড় বেঁধে কয়েকটি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে পুরো ক্যাম্পাসে ব্যাপক বোমাবাজির মাধ্যমে এক ভয়াবহ

ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করে। ছাত্রছাত্রীরা এ সময় প্রাণভয়ে এদিক সেদিক ছুটোছুটি করতে থাকে। প্রথমে শিবির কর্মিদের একটি সশস্ত্র গ্রুপ উপাচার্যসহ প্রায় শতাধিক শিক্ষককে উপাচার্য অফিসে অবরুদ্ধ করে রেখে অগ্রণী ব্যাংক ও প্রশাসনিক ভবনে ধ্বংসলীলা চালায়। এরপর তারা উপাচার্যের মূল বাসভবনে হামলা চালিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'টি মাইক্রোবাস এবং ১টি পুলিশের মোটর সাইকেল পুড়িয়ে দেয়। এ সময় শিবিরের দু'টি সশস্ত্র গ্রুপ বর্তমান উপাচার্যের বাসভবনে ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট সদস্য হাবিবুর রহমান আকন্দের বাসায় হামলা চালিয়ে ব্যাপক ধ্বংসলীলা চালায়। বর্তমান উপাচার্যের বাসভবনে শক্তি-শালী বোমা ছুঁড়লে তার পরিবারের সদস্যরা অল্পের জন্যে প্রাণে রক্ষা পায়। উপাচার্য বাসবভনে হামলাকালে শিবির কর্মিরা ফোনসেট, ফ্রিজ, সোফা, শোকেশ, ডাইনিং টেবিল ভাঙচুর এবং উপাচার্যের গ্রন্থাগার লুট করে নিয়ে যায়। শিবির কর্মিরা উপাচার্যের ব্যক্তিগত মূল্যবান অসবাবপত্র ও বিশ্ববিদ্যালয়ের জরুরি কাগজপত্র লুট করে নিয়ে যায় বলে তার পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়। সিণ্ডিকেট সদস্য হাবিবুর রহমান আকন্দের বাসায় হামলার সময় শিবিরের উন্মত্ত কর্মিরা বাসায় মহিলাদের অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করে তাদের সামনেই রঙ্গীন টেলিভিশন, ফ্রিজসহ সমস্ত আসবাবপত্র ভেঙ্গে চুরমার করে। এক পর্যায়ে তারা বাসভবনের বাইরে খড়ের গাদায় আগুন লাগিয়ে দেয়। শিবির সর্বশেষ হামলা চালায় জোহাহলের অধ্যক্ষ আবদুর রহমান সিদ্দিকীর বাসায়। বিকট ব্যাপক বোমাবাজির শব্দে সিদ্দিকীর পরিবারের সদস্যরা ভয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ে। এ সময় জোহাহলের প্রাধ্যক্ষ কোনোমতে পালিয়ে প্রাণ রক্ষা করলেও তার বাড়ির সমস্ত আসবাব পত্র ভেঙ্গে চুরমার ও দামী জিনিসপত্র লুট করা হয়। শিবিরের ঘণ্টাব্যাপী ধ্বংসযজ্ঞের সময় ক্যাম্পাসে অবস্থানরত শ' শ' পুলিশ নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিয়ে নিরব দর্শকের ভূমিকা নেয়। ধ্বংসলীলা চলাকালে শিবির কর্মিরা বিশ্ববিদ্যালয়ের মোস্তফা ও শাহজাহান নামক দু'জন কর্মচারিকে লোহার রড দিয়ে বেদম প্রহার করে। গত কালের ধ্বংসলীলা দেখে অনেক প্রত্যক্ষদর্শী মন্তব্য করেছে '৭১ সালে পাক বাহিনী সদস্যরাও কোনো শিক্ষকের বাসায় এমন নারকীয় হামলা চালায়নি। গতকালকের ঘটনায় পুলিশের নিষ্ক্রীয় ভূমিকায় সাধারণ শিক্ষকদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার করেছে। শিবিরের ধ্বংসলীলার পরপরই শ' শ' সাধারণ শিক্ষক উপাচার্যের বাসভবনের বাইরে বর্তমান মেট্রোপলিটান পুলিশ কমিশ-নারকে জামাতের তল্পিবাহক চিহ্নিত করে তার অপসারণ দাবী করেছে। কয়েকজন সাধারণ শিক্ষক মন্তব্য করেছে এ ঘটনার পর সরকার যদি বর্তমান পুলিশ কমিশনারকে বদলি না করেন তাহলে তারা একযোগে পদত্যাগ করতে বাধ্য হবেন। শিবিরের নারকীয় ধ্বংসযজ্ঞের

পরপরই রাঃ বিঃ শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক শহীদুল ইসলামের নেতৃত্বে শিক্ষকদের একটি প্রতিনিধিদল রাজশাহীতে অবস্থানরত প্রতিমন্ত্রী মহিউদ্দিন খান আলমগীর-এর সঙ্গে দেখা করে এ বিষয়টি অবহিত করেছেন।

গতকালের ঘটনায় পর সমগ্র ক্যাম্পাসে ভয়াবহ আতংক বিরাজ করছে। শিবির কর্মিরা ক্যাম্পাসের সমগ্র টেলিফোন লাইন বিচ্ছিন্ন করে দেয়ায় উপাচার্যসহ অন্যান্য শিক্ষকরা ক্যাম্পাসের বাইরে আত্মীয়-স্বজনসহ অন্য কারো সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছেন না। সাধারণ ছাত্রছাত্রিরা চরম নিরাপত্তাহীনতার মুখে বিভিন্ন হল থেকে চলে যাচ্ছে। গতকালের নারকীয় ধ্বংসযজ্ঞ দেখে মনে হচ্ছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপ এবং দ্বীপটিকে সন্ত্রাসীদের আস্তানায় পরিণত করার জন্যে সরকার শিবিরকে লীজ দিয়েছে।' এ মন্তব্য করেছে অনেক সাধারণ ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক। বিশেষ করে বর্তমান পুলিশ কমিশনার আমিনুল ইসলাম এর ভূমিকা নিয়ে এখন প্রশ্ন দেখা দিয়েছে সাধারণ ছাত্রছাত্রী শিক্ষক ও অভিভাবকমহলে। একজন প্রভাবশালী শিক্ষক নেতা মন্তব্য করেছেন, 'বর্তমান পুলিশ কমিশনারের নিষ্ক্রিয় ভূমিকাই রাজশাহী বিশ্ব-বিদ্যালয়কে ঠেলে দিচ্ছে ধ্বংসের দিকে এবং এই পুলিশ কমিশনার এর পরিবর্তন ছাড়া এখানে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরে আসবে না।' এ দিকে সাবেক জামাতি উপাচার্য ইউসুফ আলী দুই মাস অতিক্রান্ত হবার পরও উপাচার্যের মূল বাসভবন না ছেড়ে দেয়ায় সাধারণ শিক্ষকদের মধ্যে তীব্র উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। একটি বিশ্বস্ত সূত্র জানিয়েছে, এই বাসাতেই বসে সাবেক উপাচার্য জামাত ও শিবিরের সঙ্গে গোপন বৈঠক করে বিভিন্ন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেছেন। ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্রমৈত্রী, ছাত্র দল শিবিরের এই নারকীয় ধ্বংসযজ্ঞের নিন্দা জানিয়ে পুলিশ কমিশনারের অপসারণ দাবী করেছেন। শিবিরের নারকীয় ধ্বংসযজ্ঞ দেখার জন্যে গতকাল বিকেল ৫টায় রাজশাহীতে অবস্থানরত পরিকল্পনা বিমান ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে যান এবং উপাচার্যের বিধ্বস্ত বাসভবনসহ অন্যান্য ক্ষতিগ্রস্ত ভবন পর্যবেক্ষণ করেন এবং গতকাল রাত বারোটার মধ্যেই ক্যাম্পাসে বিডিআর মোতায়েনের জন্যে পুলিশ কমিশনারকে নির্দেশ দেন।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি এক জরুরি সভায় আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার আমীনুল ইসলামের অপসারণ দাবী করা হয়। তারা আগামী ৩ দিনের মধ্যে ঘটনার সঙ্গে জড়িত সশস্ত্র শিবির কর্মিদের গ্রেফতারের দাবি জানান। না হলে শিক্ষক সমিতি পরবর্তীতে বৃহত্তর আন্দোলনে যেতে বাধ্য হবে।

(২৭/৪/৯৭ তারিখের দৈনিক আজকের কাগজের সৌজন্যে)

খতমে নবুয়তকে স্বীকার করেই "আহমেদী মতবাদ" সৃষ্ট।

—তুষার আহমেদ (ফারুক)

"আহমদীয়া মুসলিম জামাতের" প্রতিষ্ঠার শতাধিক বছর অতিক্রান্ত হবার পরও যথারীতি দাবী উঠছে এটিও নিশ্চিহ্ন করে দেবার জন্যে, আহমেদীয়াদের অমুসলিম ঘোষণা করার জন্যে মানুষের মত প্রকাশের গঠনতান্ত্রিক দাবীকে অশ্রদ্ধা করার রীতি-নিয়ম ইসলামে নেই, কিংবা প্রতিক্রিয়াশীল হবার কোন বিধানও পবিত্র কোরানে আছে বলে আমার ধারণা নেই। কিন্তু বিধি নিয়মের গণ্ডি অতিক্রান্ত হলে তার প্রতিবাদ করার অধিকার-ও গণতান্ত্রিক এবং নৈতিক দায়িত্ব বলে স্বীকৃত।

আহমেদীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে, "আহমেদীরা মহানবী (সাঃ) এর 'খতমে নবুওয়ত'-এ বিশ্বাসী নয়।" এখানে অবশ্যই উল্লেখের প্রয়োজন যে, আহমদী মুসলিম জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমেদ তাঁর প্রতিটি বক্তৃতা, বিবৃতি ধর্মীয় আলোচনায় আঁ-হযরত (সাঃ)-কে 'খতমে নবুয়ত' স্বীকার করেই তার ধর্মীয় কার্যকলাপ নিয়ে ইসলাম ধর্মের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। আমৃত্যু এই মতবাদের উপরেই তিনি প্রতিষ্ঠিত থেকে বহু গ্রন্থও প্রকাশ করেছিলেন। তাহলে স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠে 'আহমদী-দেরকে কেন 'খতমে নবুওয়ত' বিষয়ক বির্তকে টেনে আনা হয়।" এর কারণ নানাবিধ হতে পারে। যেমন, প্রথমতঃ আরবী ভাষায় 'খতম' কথাটির বিশ্লেষণে সম্প্রদায় বিশেষের অনিচ্ছাকৃত বা ইচ্ছাকৃত ভুল ব্যাখ্যা। 'খতম' শব্দটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অনেক ইসলামী চিন্তাবিদ এর অর্থ করেন 'সর্বশেষ' বলে। অবশ্য আরবী অভিধানে খতম শব্দটির অর্থ 'সিল' 'আংটি' প্রভৃতি শব্দের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। এখানে মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণে 'সিল' শব্দটি 'সত্যায়ন' বলেই প্রতিয়মান হয়। অর্থাৎ আঃ হযরত (সাঃ) শেষ বিচারের দিনে সকল নবী পয়গম্বরদের নেতা হয়ে তাদের নবুওয়তের সত্যায়ন করবেন। অন্য শব্দটি তথা আংটি শব্দটিও প্রায় অনুরূপভাবে বিশ্লেষণযোগ্য। অর্থাৎ, একটি আংটি যেমনটি করে মানুষের আঙ্গুলে শোভাবর্ধন করে থাকে। তেমনি রসুলে পাক (সাঃ) সকল পয়গাম্বরের নেতা হয়ে তাঁদের উপর শোভাবর্ধন করবেন। আক্ষরিক বা মনস্তাত্বিক এই বিশ্লেষণের প্রেক্ষিতে এবং যেহেতু 'খতম' শব্দটি পবিত্র কোরআনের বিশ্লেষণে 'শেষ' বলে আভিধানিক অর্থ প্রকাশ করার নজির নেই, সেহেতু এর মহল বিশেষের ব্যক্তি নির্ভর বিশ্লেষণের গুরুত্ব প্রণি-ধানযোগ্য নয়। দ্বিতীয়তঃ আহমেদীদের এই প্রসঙ্গে দোষারূপ করার কারণ হিসেবে মহল বিশেষের অন্য কোন ফায়দা হাসিল করার উদ্দেশ্যে থাকতে পারে। মতান্তরে অন্য কোন কারণও থাকতে পারে যা পরিবর্তিত পরিস্থিতি বা বিবর্তনমূলক সামাজিক অবস্থানের কারণেও হতে পারে।

যাই হোক, খতমে নবুওয়তকে অস্বীকার করার দুঃসাহস আহমদী সম্প্রদায়ের কোন কালে ছিল না, এখনো নেই এবং কোন কালে থাকার সম্ভাবনাও হাস্যকর। সচেতন ও বিবেকবান জনগোষ্ঠী অবশ্যই খতমে নবুয়তের সত্যতা স্বীকার করবেন। এর পূর্বেও অর্থাৎ জামাতের প্রতিষ্ঠা লগ্নেও এ বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হয়েছিল, স্বাধীনতা উত্তরকালেও এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হয়েছিল, পূর্ববর্তী একটি স্বৈরাচারী সরকারের ভয়াবহ ছোবলও এ জামাতের ধ্বংসের নীল-নক্সা রচিত হয়েছিল। কিন্তু বিবেকবান একটি জনগোষ্ঠীর সমর্থনে এবং স্রষ্টার ইচ্ছেয় এর কোন ক্ষতি সাধিত হয়নি।

খতমে নবুওয়তকে অস্বীকার করার ধুয়ো তুলে আহমদী সম্প্রদায়কে অমুসলিম ঘোষণার দাবী যতই করা হোক না কেন, প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ-ই সিদ্ধান্ত নেবেন কে মুসলমান, আর কে অমুসলমান আমাদের কারোরই সাধ্য নেই এর বিচার কার্য পরিচালনার। পরিশেষে পুনরুল্লেখ না করলেই নয় যে, 'খতমে নবুয়ত'কে অস্বীকার করে নয়, বরং স্বীকার করেই আহমদীয়া মুসলিম জামাত এর পূর্ণতা লাভ সম্ভব হয়েছে। চলবে.....

(চন্দ্রিমা ২২-২-৯৭ ইং তারিখের সৌজন্যে)

পাকিস্তানে বন্দুকধারিদের গুলিতে ৯ শিয়া মুসলিম নিহত

পাকিস্তানের দক্ষিণাঞ্চলীয় পাঞ্জাব প্রদেশে অজ্ঞাতনামা বন্দুকধারিদের গুলিতে গতকাল ৯ জন শিয়া মুসলিম নিহত হয়েছে। এদের অধিকাংশই স্বর্ণ ব্যবসায়ী। পুলিশ জানায়, পাঞ্জাব প্রদেশের খিরপুর তানেওয়ালি শহরে বন্দুকধারিরা মেশিন গানের সাহায্যে স্বর্ণের দোকানে হামলা চালিয়ে ৯ ব্যক্তিকে হত্যা করে। এ ঘটনায় আরো ৩ জন আহত হয়। খিরপুর তানেওয়ালি পুলিশ এই হত্যাকাণ্ডকে সন্ত্রাসী কার্যক্রম বলে উল্লেখ করে। কেউ এই হত্যাকাণ্ডের দায়দায়িত্ব স্বীকার করে নি। পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি। তবে সংবাদদাতারা জানান, পাঞ্জাবের জং শহর ভিত্তিক সুন্নী চরমপন্থী গ্রুপ সিপাই-ই-সাহবো পাকিস্তান (এসএসপি) ও শিয়া চরমপন্থী গ্রুপ সিপাহ-ই-মোহাম্মদ পাকিস্তানের মধ্যে ঘোরতর বিবাদ রয়েছে। এই দু'গ্রুপের মধ্যে বিভিন্ন সংঘর্ষে ৫০ ব্যক্তি নিহত হয়েছে। এপি/এএফপি। (২৫/৪/৯৭ ইং তারিখের দৈনিক আজকের কাগজের সৌজন্যে)

অল্প কথা ঃ ম্যানেজার উধাও

ভোলা প্রতিনিধি : ইসলামী ব্যাংকের ভোলা শাখার ব্যবস্থাপক আকবর হোসেন ৫০ লাখ টাকার অডিট আপত্তির মুখোমুখি হয়ে গত ৫ দিন যাবত অফিসে অনুপস্থিত হয়েছেন। ব্যাংকের বিপুল টাকা আত্মসাৎ করে তিনি পালিয়ে গেছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। ব্যাংকের খুলনা জোনাল অফিসের প্রধান সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট এম এ আউয়াল এ ব্যাপারে গত বৃহস্পতিবার ভোলা থানায় একটি জিডি করেছেন।

এম এ আউয়াল জানান গত কিছুদিন ধরে ভোলা শাখায় অডিট টিম কাজ করে আসছে। অডিট টিমের নিরীক্ষায় ম্যানেজার কর্তৃক প্রায় ৫০ লাখ টাকার গরমিল পাওয়া যায়। এ ব্যাপারে কোনো ব্যাখ্যা না দিয়েই ব্যাংক ম্যানেজার আকবর হোসেন অফিসে অনুপস্থিত। রয়েছেন। (৩/৫/৯৭ইং তারিখের দৈনিক ভোরের কাগজের সৌজন্যে)

স্ত্রীকে গলা টিপে মেরে এক তালেবানের দম্ভ

প্র্যাকটিস করলাম, মানুষ এতো সহজে মরে কি না।

কুষ্টিয়ার খোকশা থেকে আশরাফুল আলম: গত বৃহস্পতিবার রাতে কুষ্টিয়া জেলার খোকশার মোঁড়াগাছা গুচ্ছ গ্রামে তালেবান বাহিনীর কথিত সদস্য তার সদ্য বিবাহিতা স্ত্রীর ওপর খবরদারি করতে গিয়ে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করেছে। পাষণ্ড স্বামী এখন শ্রী ঘরে।

জানা যায়, ঘটনার দিন সন্ধ্যা রাতে ঘর জামাই তালেবান বাহিনীর কথিত সদস্য আনোয়ার হোসেন দু'মাস আগে বিয়ে করা বউ নাজমা বেগম (১৬)কে টেলিভিশনে পরিবেশিত ফিল্ম শো এরাবিয়ান নাইটস দেখার অজুহাতে বাড়ি থেকে স্থানীয় একটি ক্লাবের উদ্দেশে রওয়ানা হয়। রাত সাড়ে নটার দিকে বাড়ি সংলগ্ন হেলিপ্যাডে নাজমাকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়।

পরে আনোয়ার তার স্ত্রী কোথায় শ্বশুর বাড়ির লোকদের কাছে তা জানতে চাইলে, প্রতিবেশিরা তাকে আটক করে। আটককৃত তালেবান জামাই স্থানীয় লোকজনের কাছে স্বীকার করেছে, প্র্যাকটিস করলাম মানুষ এতো সহজে মরে কিনা। গভীর রাতে নরপশু ইসলামের লেবাসধারী মৌলবাদী আনোয়ারকে পুলিশের কাছে সোপর্দ করা হয়। এ ব্যাপারে একটি হত্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে। (২৬/৪/৯৭ইং তারিখের দৈনিক আজকের কাগজের সৌজন্যে)

(৩৬ পৃষ্ঠার অবশিষ্টাংশ)

উল্লেখ্য যে, নীতিবান বিজ্ঞানীরা এ ভয়াবহ চর্চার সম্ভাব্য কুফল বুঝতে পেরে বারবার নিষিদ্ধ করার দাবীও উত্থাপন করেছেন। কিন্তু এ পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছেই। হুযূর (আইঃ) আহমদী জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারদেরকে আল্লাহ্‌র সৃষ্টি পরিবর্তন নয় বরং রক্ষার জন্য কাজ করার পরামর্শ দেন।

o আহমদী জামাতের টাকার উৎস সম্পর্কে কেউ কেউ অভিযোগ করে থাকেন। এরূপ এক প্রশ্নের উত্তরে ১১ই এপ্রিল প্রচারিত 'লেকামা'আল আরব' অনুষ্ঠানে হুযূর (আইঃ) বলেন যে, আমরা প্রতি বছর আমাদের চাঁদা আদায়ের অর্থাৎ আয়ের বাজেটের ঘোষণা প্রকাশ্যে দিয়ে থাকি। তদুপরি আমাদের বিরোধীরা প্রায় আয় কর বিভাগের কান ভারী করে। পাকিস্তানে তো আমাদের হিসাব নিরীক্ষণ করার নামে, অজ্ঞাত আয়ের উৎসের সন্ধান করেছে আয়কর বিভাগ। এমনকি ইংল্যাণ্ডেও হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ সম্প্রতি এম টি, এ-র হিসাব অডিটের নামে বছর খানেক ধরে তারা তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে। কিন্তু, প্রতিটি পয়সার সঠিক হিসাব ছিল এবং স্বভাবতই তারা ব্যর্থ হয়েছে।

গবেষকদের প্রতি কুরআন শিক্ষার তাগিদ:

৭ই এপ্রিলের তরজমাতুল কুরআন ক্লাসে হুযূর (আইঃ) বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণারত আহমদীদেরকে কুরআন শিক্ষার বিষয়ে তাগিদ দেন।

এম, টি, এ, ডাইজেস্ট

(১-১৫ এপ্রিল, ১৯৯৭)

সংকলন—আব্দুল্লাহ্ শামস্ বিন তারিক

জুমুআর খুৎবায় পাপ থেকে মুক্তির তাৎপর্যবহ আলোচনা ঃ

৪ঠা এপ্রিলের খুৎবায় হুযূর (আইঃ) পাপ থেকে বাঁচার পদ্ধতি, পথভ্রষ্ট না হয়ে সিরাতুল মুস্তাকীমে চলা এবং ইস্তেগ্ফারের গুরুত্বের উপর আলোচনা করেন। ১১ ই এপ্রিল হুযূর (আইঃ) "পাপ কেন সৃষ্টি করা হল ?"—এ প্রশ্নটির উপর আলোকপাত করেন।

আফ্রিকার ঈমানোদ্দীপক অনুষ্ঠান ঃ

৩০ মার্চ বুরকিনা ফাসোর জলসার উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখার পর ৫ ই এপ্রিল হুযূর (আইঃ) সরাসরি (live) আইভোরী কোষ্ট (বর্তমানে Cote d'Ivoire)-এর জলসার উদ্দেশ্যে লণ্ডন থেকে বক্তব্য প্রদান করেন। জানা গেছে যে, সেখানকার ধর্মমন্ত্রী অত্যন্ত নেক। তিনি বয়াত না করলেও হুযূর (আইঃ)-এর কাছে নিয়মিত তাঁর দেশ, রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রীসভা ও নিজের জন্য দোয়া চেয়ে চিঠি লিখেন।

উল্লেখ্য যে, পূর্বে প্রাপ্ত সংবাদ অনুযায়ীই আইভোরী কোষ্টে এবছর বয়াতের সংখ্যা দুই লক্ষ ছাড়িয়ে গেছে।

এদিকে ৯ ই এপ্রিল প্রচারিত গাম্বিয়ার নুসরত সিনিয়র সেকেণ্ডারী স্কুলের রজত জয়ন্তীর সপ্তাহ ব্যাপী অনুষ্ঠান চলার উপর প্রোগ্রাম ছিল অত্যন্ত আকর্ষণীয়।

রজত জয়ন্তীতে হুযূর (আইঃ) প্রেরিত বাণীতে বলেন যে, এম-টি-এ-র মাধ্যমে সরাসরি কিছু বলার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সেসময় সাময়িকভাবে আফ্রিকা বিচ্ছিন্ন থাকায় সম্ভব হয়নি। উপস্থিত অতিথিদের মধ্যে ছিলেন গাম্বিয়ার অডিটর জেনারেল ও সাবেক একাউন্ট্যান্ট জেনারেল যারা উভয়ই এ স্কুলের সাবেক ছাত্রী ও ছাত্র এবং গাম্বিয়ার শিক্ষা সচিব যিনি এ স্কুলের সাবেক শিক্ষক। রজত জয়ন্তী উপলক্ষ্যে আয়োজিত ফুটবল, বিতর্ক ইত্যাদি প্রতিযোগিতায় গাম্বিয়ার সেরা ১৬ টি স্কুলের মধ্যে ১৪ টিই অংশ গ্রহণ করে।

বিভিন্ন প্রশ্নোত্তরে প্রদত্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলী ঃ

০ ২রা এপ্রিল 'লেকা মা'আল আরব' অনুষ্ঠানে এক প্রশ্নের উত্তরে হুযূর (আইঃ) বলেন যে, কুরআনের আয়াতসমূহ থেকে অনুমান করা যায় যে, সাত হাজার বছরের চক্রে আল্লাহ্র সৃষ্টির বিবর্তন ঘটে। হযরত আদম (আঃ) থেকে এপর্যন্ত ছয় হাজার বছর হয়েছে। মানুষের বর্তমান রূপের যুগ শেষ হলে নতুন ধরনের সৃষ্টির উদ্ভব হতে পারে বলে হুযূর (আইঃ) মন্তব্য করেন। তবে খুব সম্ভবতঃ তারা হবে ভিন্ন মাত্রা (dimension)-এর।

০ ১০ ই এপ্রিল 'মুলাকাত' অনুষ্ঠানে সম্প্রতি ক্লোনিং-এর মাধ্যমে শিশু জন্মদান সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে হুযূর (আইঃ) বলেন যে, কুরআনে একমাত্র যে বিজ্ঞানকে শয়তানের প্ররোচনা বলা হয়েছে তা হল জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর মাধ্যমে সৃষ্টির পরিবর্তন। বলা হয়েছে যে, এক যুগে শয়তান মানুষকে আল্লাহ্র সৃষ্টি পরিবর্তন করতে প্ররোচিত করবে। তাই হুযূর (আইঃ) বহু পূর্বে এ সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন।

(অবশিষ্টাংশ ৩৫ পৃষ্ঠায় দেখুন)

কার না কার

(করো, কোর না)

মূল সংকলক : হযরত ডাঃ মীর মুহাম্মদ ইসমাঈল (রাঃ), সিভিল সার্জন

অনুবাদ—মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

(একটি ওয়াকফে নও পাঠ্য-সূচী)

ভূমিকা

কিছু দিন থেকে আমার ইচ্ছা ছিলো যে, ছোট ছোট অথচ সাদা-সিদে বাক্যে ইসলামী আদেশ-নিষেধের বিষয়গুলোকে এমনভাবে বর্ণনা করি যে, সাধারণ লেখা-পড়া জানা ব্যক্তিবর্গ অথবা প্রাইমারী পর্যায়ের শিক্ষার্থীগণও ইসলামী জীবন-ব্যবস্থার আদেশাবলী, স্বাস্থ্য পালনের নিয়মাবলী, অর্থনৈতিক বিষয়াদি, চারিত্রিক বিষয়াদি এবং ধর্মীয় শিক্ষাকে বুঝতে পারে। সাথে সাথে এ দিকেও যেন লক্ষ্য রাখা হয় যে, ইহা যেন ফিকাহ্‌র বা মসলা-মাসায়েল শিক্ষার পুস্তকে পরিণত না হয়। সাধারণ মানুষের বোধগম্য নয় এমন উদ্ধৃতিও যেন এতে না থাকে। আদেশ-নিষেধের দর্শনও যেন না লেখা হয় যাতে শিশু ও মহিলাদের জন্যেও সুখ পাঠ্য হয়। কেবল সরাসরি বর্ণনা যেন হয়। যদিও উদ্ধৃতি বিহীন ও দলীল-প্রমাণ বিহীন হয় কিন্তু হয় যেন বিশুদ্ধ ও প্রমাণিত। এর মধ্যে যুবক ও শিশুদের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। কিন্তু মহিলা এবং বয়স্ক ব্যক্তিরাও যদি চান তাহলে উপকৃত হতে পারেন। সম্বোধনের রীতি নতুন রকমের হলেও হয়েছে আমাদের ধর্মীয় বর্ণনানুযায়ী এবং 'তুমি' শব্দ কেবল ভালবাসা এবং কল্যাণ কামনা করার কারণে ব্যবহার করা হয়েছে।

যখন এ পুস্তিকার পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হয়ে গেলো একদিন অবলীলাক্রমে যখন আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালামের পুরাতন বিজ্ঞাপন পড়ছিলাম তখন জানতে পারলাম যে, হুযূর আলায়হেস সালাম আর্যসমাজী লোক পণ্ডিত খাড়ক সিং-এর বিরুদ্ধে একটি বিজ্ঞাপনে এমনই পুস্তকের নীতি ও রীতিতে সংক্ষেপে কুরআনের কতিপয় আদেশ-নিষেধের ব্যাপারে লিখেছেন যা দেখে মনে হয় যে, হুযূর (আঃ) ধর্মীয় শিক্ষা ও তবলীগের ব্যাপারে লিখার এ পদ্ধতিকে কল্যাণজনক মনে করতেন। আমি কল্যাণ লাভের হেতু হুযূর (আইঃ)-এর সবটা উদ্ধৃতি নিম্নে তুলে দিচ্ছি যেন এর কারণে আমাদের জামাতের যুবকগণ

উৎসাহের সাথে এ পুস্তিকার প্রতি ঝুঁকে। আর যদি অভিযোগ থাকে তা-ও যেন দূরীভূত হয়।

সুতরাং হুযূর (আঃ) বলেন—

১। তোমরা খোদাকে তোমাদের দেহ ও আত্মার প্রভু-প্রতিপালক মনে করো যিনি তোমাদের দেহকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি তোমাদের আত্মাকেও সৃষ্টি করেছেন। তিনিই তোমাদের সকলের স্রষ্টা। তিনি ছাড়া আর কোন বস্তুর অস্তিত্ব নেই।

২। আকাশ ও পৃথিবী, সূর্য ও চন্দ্র প্রভৃতি যেসব নেয়ামত ও কল্যাণরাজি আকাশ ও পৃথিবীতে দৃষ্টি গোচর হয় ইহা কোন কর্মীর কর্মের ফলে সৃষ্টি হয় নি। ওগুলো কেবল খোদাতা'লার রহমত ও অনুগ্রহ। কারও ইহা দাবী করার অধিকার নেই যে, আমার পুণ্যের ফলে খোদা আকাশ সৃষ্টি করেছেন, পৃথিবীকে প্রসারিত করে দিয়েছেন বা সূর্যকে সৃষ্টি করেছেন।

৩। তোমরা সূর্যের আরাধনা কোর না। তোমরা চন্দ্রের আরাধনা কোর না। তোমরা আগুনের পুজো কোর না। তোমরা পাথরের পুজো কোর না। তোমরা গ্রহ-নক্ষত্রের পুজো কোর না। তোমরা কোন মানুষকে এবং অন্য কোন দেহধারী সত্তাকে খোদা মনে কোর না। এসব বস্তু তোমাদের কল্যাণের জন্যে আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন।

৪। খোদাতা'লা ব্যতিরেকে অন্য কোন বস্তুর প্রকৃত প্রশংসা কোর না। সকল প্রশংসা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়। তিনি ব্যতিরেকে অন্য কিছুকে উসীলা বা মাধ্যম মনে কোর না। তিনি তোমার থেকে তোমার জীবন শীরারও অধিক নিকটে।

৫। তুমি তাঁকে এমন এক সত্তা মনে করো যাঁর কোন দ্বিতীয় নেই। তুমি তাঁকে সর্বশক্তিমান মনে করো। যিনি কোন প্রশংসার যোগ্য কাজ থেকে অক্ষম নন। তুমি তাঁকে করুণা ও কল্যাণের অধিকারী মনে করো যে, যাঁর করুণা ও কল্যাণের ওপরে কোন কর্মীর কর্ম প্রাধান্য পায় না।

৬। তুমি সত্য কথা বলো ও সত্য সাক্ষ্য প্রদান করো যদি তা তোমার আপন ভাই-এর বা পিতার বা মাতার বিরুদ্ধে যায় অথবা কোন প্রিয় ব্যক্তির বিরুদ্ধেও যায়। আর সততাকে বিসর্জন দিও না।

৭। তুমি হত্যা করবে না। কেননা, যে একজন নিরপরাধ লোককে হত্যা করে ফেলে তার অবস্থা এমন যে, সে সারা জগতকে হত্যা করে ফেল্লো।

৮। তুমি সন্তান-সন্ততি হত্যা ও কন্যা হত্যা কোর না। তুমি কোন হত্যাকারী বা নির্যাতনকারীকে সাহায্য কোর না। তুমি ব্যভিচার কোর না।

৯। তুমি এমন কাজ কোর না যা অন্যায়ভাবে অন্যের কষ্টের কারণ হয়।

১০। তুমি জুয়া খেলো না। তুমি মদ্যপান কোর না। তুমি সুদ খেয়ো না। আর যা তুমি তোমার জন্যে ভাল মনে করো অন্যের জন্যে তা-ই করো।

১১। তুমি কুদৃষ্টি নিক্ষেপ কোর না—কামভাব নিয়েও না নিলিপ্ত দৃষ্টিতেও না। কেননা, ইহা তোমার জন্যে পদস্খলনের কারণ।

১২। তোমরা নিজেদের মহিলাদের মেলা ও সমাবেশে পাঠাবে না এবং তাদেরকে এসব কাজ থেকে রক্ষা করো যেখানে তারা নগ্ন দৃষ্টির কবলে পতিত হয়। তোমরা তোমাদের মহিলাদের অলঙ্কারের ঝংকারে উৎফুল্ল ও চোখ ঝলসানো পোষাক-পরিচ্ছদ পরে অলি-গলি ও বাজারে তথা সমাবেশে ঘোরা-ফিরা করতে নিষেধ করো। আর তাদেরকে না-মোহরাম (যাদের সাথে বিয়ে হারাম নয়) পুরুষদের দৃষ্টি থেকে রক্ষা করো। তোমরা তোমাদের মহিলাদের লেখা-পড়া শিখাও। ধর্ম, জ্ঞান-বুদ্ধি ও খোদা-ভীতিতে তাদেরকে সুদৃঢ় করো এবং নিজেদের সন্তান-সন্ততিদের জ্ঞান বৃদ্ধি করো।

১৩। যখন তুমি শাসক হয়ে কোন মোকদ্দমা করো তখন আদালতের মাধ্যমে করো আর ঘুষ নিও না। এবং যখন তুমি সাক্ষী হিসাবে উপস্থিত হও তখন সত্য সাক্ষ্য দাও। আর যখন তোমার নামে সরকারের পক্ষ থেকে কোন পূর্ব সাক্ষ্যের সত্যায়ন হিসেবে সাক্ষ্য দেবার জন্যে ডাকা হয় তখন সাবধান! উপস্থিত হতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন কোর না। আর আদেশ অমান্য কোর না।

১৪। তুমি খেয়ানত ও আত্মসাৎ কোর না। তুমি ওজনে কম দিও না। আর পূর্ণ মাপ দাও। ভাল জিনিষের পরিবর্তে খারাপ জিনিষ দিও না। তুমি জাল দলিল কোর না। তুমি তোমার লেখার মাধ্যমে জালিয়াতি কোর না। তুমি কারও ওপরে অপবাদ লাগিও না। এবং কারও বিরুদ্ধে এমন আপত্তি ও অভিযোগ উত্থাপন কোর না যার প্রমাণ তোমার নিকট নেই।

১৫। তুমি চোগলখুরী ও পরচর্চা কোর না। তুমি অপবাদ দিও না। তুমি পরনিন্দা কোর না। আর তোমার অন্তরে যা নেই তা মুখে আনবে না।

১৬। তোমার ওপরে তোমার পিতা-মাতার হক ও অধিকার রয়েছে। কেননা, তারা তোমাকে লালন-পালন করেছেন। ভাইয়ের অধিকার রয়েছে। উপকারীর অধিকার রয়েছে। সত্যিকারের বন্ধুর অধিকার রয়েছে। সারা জগতের লোকদের অধিকার রয়েছে। সবার সাথে সম্মানজনক ব্যবহার করো।

১৭। অংশীদারদের সাথে অসদাচরণ কোর না। এতীম ও প্রতিবন্ধীদের সম্পদ নষ্ট কোর না।

১৮। গর্ভপাত কোর না। সর্বপ্রকার ব্যভিচার থেকে দুরে থাকো। কোন মহিলার সম্মানের প্রতি কলঙ্ক লেপনের জন্যে তার ওপরে কোন অপবাদ দিও না।

১৯। খোদার দিকে ঝোঁক। দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকিও না। দুনিয়া একটি অস্থায়ী জিনিষ। আর ঐ জগৎ (পরজগৎ) একটি স্থায়ী জগৎ। পরিপূর্ণ প্রমাণ ব্যতিরেকে কারও প্রতি অযৌক্তিক অপবাদ লাগিও না। অন্তর, কান ও চোখ থেকে কেয়ামতের দিন জবাবদেহী করা হবে।

২০। কারও নিকট থেকে জবরদস্তি কিছু ছিনিয়ে নিও না। যথাসময়ে কর্জ আদায় করে দাও। যদি তোমার নিকট কেউ ঋণী থাকে এবং নিঃস্ব হয় তাহলে মাফ করে দাও। যদি তোমার সামর্থ্য না থাকে তাহলে সময় দিয়ে আদায় করো। কিন্তু তখনও তার সামর্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখো।

২১। স্বেচ্ছাচারিতামুলক কারও সম্পদের ক্ষতি কোর না। আর পুণ্য কাজে অন্যকে সাহায্য করো।

২২। ভ্রমণে সঙ্গীকে সেবা করো। স্বীয় অতিথির প্রতি যত্ন নাও। কোন প্রার্থীকে খালি হাতে ফিরিয়ে দিও না। প্রত্যেক ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত প্রাণীর প্রতি করুণা করো।

(হায়াতে আহমদ, প্রথম খণ্ড, নম্বর-৩, পৃষ্ঠা ২৫-২৭)

সুতরাং এ নমুনা অনুযায়ী ও এরই ব্যাখ্যার নিমিত্তে আমি এই পুস্তিকা লিখছি। ১৯৪৫ সনের জলসা সালানার সময়ে ইহা প্রথমে ছাপা হয়ে ছিলো আর তিন চার দিনে সবটাই হাতে হাতে চলে গেলো। এখন সংশোধন করে দ্বিতীয় সংস্করণ হিসেবে অধিকতর সুন্দরভাবে প্রকাশ করা হচ্ছে। আল্লাহ্‌তালা ইহা পাঠকদের জন্যে কল্যাণপ্রদ করুন, আমীন।

এ সংস্করণে যৌন সম্পর্কিত বক্তব্যকে আলাদা করে শেষাংশে একত্রিত করে দেয়া হয়েছে। এভাবে এ পুস্তিকা কেবল বেশী বয়সের লোকদের কাজ দেবে না স্কুলগামী বালক বালিকারাও নিঃসংকোচে পাঠ করতে পারবে। অর্থাৎ যদি এ পুস্তিকা বালক-বালিকাদের হাতে দিতে হয় তাহলে শেষের পৃষ্ঠাগুলোর ওপরে সাদা কাগজ লাগিয়ে দিন।

খাকসার—

তারিখ-১২ই আমান, মুহাম্মদ ইসমাঈল আস্‌সুফ্‌ফা

১৩২৫ হিঃ শাঃ কাদিয়ান

(চলবে)

ওয়াকফে নও মোজাহিদগণের সাথে পরিচিত হোন

১। মুহাম্মদ আলী (বামে)
২। মুহাম্মদ জাহেদ আলী (নং ৭০০-এ)
পিতা—হাফেয সেকান্দর আলী, মোয়াল্লেম
মাতা—মুবারেকা বেগম, দাদা—মোঃ তায়েব আলী
বেতাল, কিশোরগঞ্জ

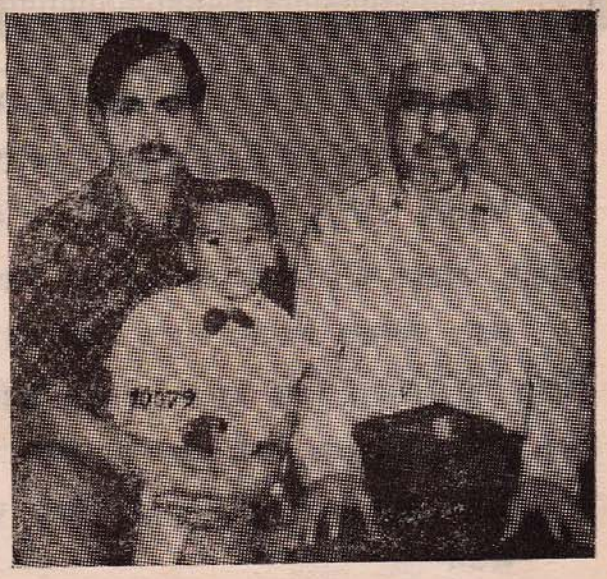

সাকিব আহমদ (নং ১০০৭৯)
পিতা—আমজাদ হোসেন
মাতা—মাহমুদা বেগম, দাদা—মোঃ ইদ্রিছ
ব্রাহ্মণবাড়ীয়া

এস, এম, সায়হাম ফেরদৌস (নং ৭৬৩-এ)
পিতা—এস, এম, দেলোয়ার হোসেন
শিকদার বাড়ী, মিঠা পুকুরের পশ্চিম পাড়
পুরাতন বাজার, পটুয়াখালী

সাব্বির আহমদ (নং ৩৪৫৫-বি)
পিতা—হুমায়ুন কবীর, মোয়াল্লেম
মাতা—মরিয়ম বেগম, দাদা—আব্দুল কুদ্দুস মিয়া
মাহিগঞ্জ, রংপুর

সংবাদ

জামাত থেকে বহিষ্কৃত মিঃ ওবায়দুর রহমান ভূঞার দৃষ্টি আকর্ষণ করে হুযূর (আইঃ) বলেন,

'আমি আপনার চিঠি পেয়েছি, যাতে আপনার অভ্যন্তরীণ অবস্থা প্রকাশ পেয়েছে। যদি আপনি মসীহে মাওউদের (আঃ) রচনার বিরুদ্ধে এবং বিকৃত ব্যাখ্যা করেন আর আমার ধারণা যদি সত্য হয় তাহলে আপনিই খলীফা আমি নই।

আর কখনও আমার কাছে বয়াতের জন্য লিখবেন না। আপনার পূর্ববর্তী পত্রগুলি মিথ্যা যা বর্তমান পত্র দ্বারা প্রকাশ পেয়েছে। আপনি আপনার হাতেই বয়াত করুন এবং বিচার দিবসের জন্য অপেক্ষা করুন।

আমি আপনাকে শুদ্ধ করতে গিয়ে ভুল চেষ্টা করেছি। অতএব, আর নয়। এই শেষ।

লণ্ডন
২৭-৫-৯৭

ওয়াস্ সালাম
মির্যা তাহের আহমদ
খলীফাতুল মসীহ্ রাবে'

মজলিশে শূরা স্থগিত ঘোষণা

অনিবার্য কারণবশতঃ ১৩-১৪ ই জুন '৯৭ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য মজলিসে শূরা স্থগিত ঘোষণা করা হলো। হুযূর (আইঃ)-এর নির্দেশ পাওয়ার পর পুনরায় শূরার তারিখ নির্ধারিত হবে। তখন সবাইকে যথারীতি জানিয়ে দেয়া হবে, ইনশাআল্লাহ্। ন্যাশনাল আমীর

খেলাফত দিবস পালন করুন

২৭শে মে আহমদীয়ত তথা প্রকৃত ইসলামের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। খোলাফায়ে রাশেদীনের পরে যে খেলাফতের সূর্য অস্তমিত হয়েছিলো আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রসূল-আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহঃ)-এর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তার মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-এর ইন্তেকালের পর ১৯০৮ সনের ২৭শে মে হাফেয হাজীউল হারমাঈন হযরত হেকিম নূরুদ্দীন ভেরবী (রাঃ)-এর খেলাফতের আসনে সমাসীন হওয়ার মাধ্যমে খেলাফত আলা মিন হাজিন নবুওয়ত এর পদ্ধতিতে সে খেলাফত ব্যবস্থা পুনঃ প্রবর্তিত হয়। এ খেলাফত ব্যবস্থা ঐশী প্রতিশ্রুতি মোতাবেক কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। এ খেলাফতের প্রয়োজনীয়তা, কল্যাণ ও এর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করার জন্যে ২৭শে মে তারিখে বাংলাদেশের সকল জামাতকে **খেলাফত দিবস** পালন করার জন্যে নির্দেশ দেয়া যাচ্ছে। দিবসটি পালনের পরে যথারীতি খাকসারের নিকট রিপোর্ট প্রদানের জন্যেও বলা হচ্ছে। ন্যাশনাল আমীর

অফিস আদেশ

জনৈক ব্যক্তি আহমদী পত্রিকার প্রকাশিত একটি প্রবন্ধের উপর অহেতুক আপত্তি উত্থাপন করে হুযূরকে (আইঃ) লিখেছিলেন। প্রবন্ধটি লণ্ডনে প্রেরণ করার পর আপত্তিটি মিথ্যা প্রমাণ হয়েছে। এভাবে হুযূরকে (আইঃ) বিব্রত করা উচিত নয়। হুযূর আইঃ)

অত্যন্ত কর্মব্যস্ত। তাই সকলের প্রতি নির্দেশ দেয়া যাচ্ছে যে, যদি কোন প্রবন্ধ সম্বন্ধে কারো কোন অভিযোগ থাকে তাহলে নিম্নলিখিত কমিটির নিকট তা প্রেরণ করুন। এতে যদি অভিযোগকারী সন্তুষ্ট না হন তাহলে আমার মাধ্যমে হুযূর (আইঃ)-এর কাছে প্রেরণ করুন। সরাসরি হুযূরের (আইঃ) নিকট অভিযোগ প্রেরণ আইন-সিদ্ধ নয়। সকল প্রকার অভিযোগ আমীরের মাধ্যমে প্রেরণ করতে হবে।

কমিটি

১। জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী	চেয়ারম্যান
২। জনাব মকবুল আহমদ খান	সদস্য
৩। জনাব আলহাজ তবারক আলী	,,
৪। মৌলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী	,,
৫। জনাব নাজির আহমদ ভুইয়া	,,
	ন্যাশনাল আমীর

লণ্ডন সালানা জলসা '৯৭ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)-এর নির্দেশক্রমে লণ্ডন সালানা জলসা '৯৭ এর তারিখ নির্ধারিত হয়েছে ২৫-২৭ জুলাই। বাংলাদেশ থেকে যারা এবারকার জলসায় যোগদান করতে ইচ্ছুক তাদেরকে অবশ্যই ২৫-৬-৯৭ তারিখের মধ্যে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের বরাবরে দরখাস্ত করতে বলা হচ্ছে। দরখাস্তের সাথে নিম্নলিখিত কাগজপত্র গ্রথিত থাকতে হবে:

১। স্থানীয় আমীর/প্রেসিডেন্ট ও স্থানীয় কায়েদের/যয়ীমের সুপারিশ পত্র।
২। পাসপোর্ট সাইজের ২ (দুই) কপি (সাদা-কালো বা রঙ্গিন) ছবি।
৩। পাসপোর্টের ২টি ফটো কপি।
৪। বিস্তারিত জীবন-বৃত্তান্ত। দরখাস্তকারী জন্মগতভাবে আহমদী না হলে বয়াতের তারিখ দরখাস্তে অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।

দরখাস্তকারীকে প্রাথমিকভাবে ৪-৭-৯৭ তারিখ নিম্নোক্ত কমিটির সামনে একটি সাক্ষাৎকারে মিলিত হতে হবে। সাক্ষাৎকারের সময় বিকেল ৩-০টা।

কমিটি

(১) জনাব নুরুদ্দীন আমজাদ খান চৌধুরী	চেয়ারম্যান
(২) সদর বাঃ মঃ খোঃ আহমদীয়া, জনাব মুহাম্মদ সেলিম খান	সদস্য
(৩) মৌলানা আব্দুল আযীয সাদেক	সদস্য
(৪) জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	সদস্য

ইউ, কে বাংলা ডেস্কের উদ্যোগে ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত

লণ্ডন মসজিদের মাহমুদ হলে ৯ই মার্চ, '৯৭ তারিখে রোববার বাঙ্গালী আহমদীরা ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত করে। এতে সারা যুক্তরাজ্য থেকে বহু বাঙ্গালী আহমদী সপরিবারে এবং অ-আহমদী মুসলিম ও হিন্দু উপস্থিত ছিলেন। এতে প্রশ্নোত্তরে বক্তব্য রাখেন

লণ্ডন মসজিদের ইমাম মাওলানা আতাউল মুজীব রাশেদ ও মাওলানা ফিরোজ আলম। জনাব মোহাম্মদ আব্দুল হাদী বাংলাদেশে আহমদীয়তের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরেন।

আহমদী বার্তা

o বিগত ২১শে মার্চ, ১৯৯৭ইং রোজ শুক্রবার বিকেল ৪ঘটিকায় আহমদীয়া মুসলিম জামাত খাকদান-এর পঞ্চদশ সালানা জলসা মসজিদুল মাহদী প্রাঙ্গণে সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত জলসায় উপস্থিতি সংখ্যা হল ১২৫ জন। এর মধ্যে ২৫ জন ছিলেন গয়ের আহমদী। পার্শ্ববর্তী ইউনিয়নের ৭জন মৌলবীও জলসায় যোগদান করেন এবং জলসার পরে ব্যাপক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। ১জন বয়াত গ্রহণ করেন।

এ ছাড়াও ২৩/৩/৯৭ তারিখ জনাব আলী আহমদ মাষ্টার-এর বাড়িতে এক তবলিগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। তাতে প্রায় ১০০ লোক উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে ৬০ জন গয়ের আহমদী।

২৪-৩-৯৭ইং তারিখ কুকুয়া জামাতেরও সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়।

o মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া ঘাটুরার উদ্যোগে ৬ষ্ঠ বার্ষিক তালীম তরবীয়তী ক্লাস গত ১৮ই মার্চ হইতে ২১শে মার্চ, ৯৭ইং পর্যন্ত এবং ২২শে মার্চ শনিবার ৮ম বার্ষিক ইজতেমা ঘাটুরা আহমদীয়া অস্থায়ী মসজিদ প্রাঙ্গণে জাঁকজমকপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। আল্‌হামদুলিল্লাহ্।

কৃতী ছাত্র/ছাত্রী

খুলনা জামাতের জনাব আব্দুল হাই সাহেবের ছেলে আজিজ আহমদ (আসিফ) ১৯৯৬ সালে অনুষ্ঠিত জুনিয়ার বৃত্তি পরীক্ষায় টালেন্টপুলে বৃত্তি পেয়ে মংলা থানার মধ্যে ১ম স্থান অধিকার করেছে। একই সাথে তাঁর মেয়ে আমাতুল হাই (ঐশি) প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে জেনারেল গ্রেডে বৃত্তি লাভ করছে। তারা উভয়েই জামাতের ভ্রাতা-ভগ্নীগণের নিকট দোয়া প্রার্থী।

আব্দুল হাই
আঃ মুঃ জাঃ খুলনা

দোয়ার আবেদন

আমার মা'র (মোসাঃ আসিয়া খাতুন) গল ব্লাডারে পাথর হয়েছে। অপারেশনের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

তাঁর সফল অপারেশন ও সুস্থতার জন্য সবার কাছে খাস দোয়ার আবেদন করছি।

সরকার মুহাম্মাদ মুরাদুজ্জামান
প্রেস সহকারী ও লাইব্রেরীয়ান
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ

সম্পাদকীয়

প্রকৃত ইসলাম আজ মুসলমানের আড়ালে ঢাকা পড়েছে

আজকাল ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলিতে অসংখ্য 'ইসলামী রাজনৈতিক দল' আন্দোলন এবং সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। আলজিরিয়া, মিশর, সুদান, আফগানীস্থান প্রভৃতি দেশে রক্তপাত ঘটছে ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নামে। সৌদী আরবে ইসলামী রাজতন্ত্র, লিবিয়ায় ইসলামী সমাজতন্ত্র এবং ইরান ও পাকিস্তানে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইতোমধ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইসলামী শাসন ব্যবস্থা কায়েমের জন্য মুসলমান মুসলমানের বিরুদ্ধে জেহাদ করছে ফলে মরছে অগণিত মুসলমান। ইরান ইরাকের যুদ্ধ, ইরাক বনাম কুয়েত, সৌদী আরবের উপসাগরীয় যুদ্ধ, এসবই হয়েছে ইসলাম রক্ষা ও প্রতিষ্ঠার নামে। ১৯৭১ সালে ইসলামী রাষ্ট্র রক্ষার নামে পাকিস্তানী জান্তা লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালী মুসলমানকে হত্যা করেছে। আল বদর, আল শামস নামের রাজাকাররা বহু বাঙ্গালীকে যবাই করেছে।

ইসলামের নামে এই সব কর্মকাণ্ড দেখে পৃথিবীর অন্যান্য জাতি ইসলামের নাম শুনলেই ভয়ে চীৎকার দিয়ে উঠে। তাদের কাছে ইসলাম অর্থই হত্যা, রক্তারক্তি, অশান্তি এবং ধ্বংস। ফলে প্রকৃত ইসলাম প্রচারের কাজ ব্যাহত হচ্ছে। ইসলামের সৌন্দর্য প্রকাশিত হতে পারছে না অমুসলমানের কাছে। মেঘের আড়ালে যেমন সূর্য ঢাকা পড়ে তেমনি মুসলমানের আড়ালে ইসলাম ঢাকা পড়ে আছে। এমন কি মুসলিম সন্তানেরা পর্যন্ত ইসলামের এহেন বীভৎস রূপ দেখে ইসলাম থেকে দুরে সরে যাচ্ছে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিরীহ ছাত্ররা 'ইসলামপন্থী' ছাত্রদের দ্বারা পায়ের রগকাটার ভয়ে সদা সন্ত্রস্ত এবং অস্থির থাকে। ভিন্ন মতাবলম্বীরা ইসলাম সম্বন্ধে কথা বলতে ভয় পায়। কারণ কোথায় জানি অজ্ঞতাবশতঃ কি ভুল হয়ে যায় যার ফলে মৌলবাদীরা ক্ষিপ্ত হয়ে জেহাদ না ঘোষণা করে দেয়, বয়কট না শুরু হয়ে যায়। জন্মগত মুসলমান পণ্ডিতেরা পর্যন্ত ইসলাম নিয়ে কথা বলতে ভয় পান। কারণ কোন কথাকে ধরে মৌলবী-মৌলানা সাহেবরা মুরতাদ ঘোষণা না করে বসেন, এবং হত্যার নির্দেশ না দিয়ে বসেন। অনেককে বলতে শুনা যায়, সব ধর্ম নিয়ে আলোচনা সমালোচনা করা গেলেও ইসলাম নিয়ে কথা বলা যায় না। কারণ যদি কোথাও ভুল হয়ে যায় তাহলে আর রক্ষা নেই। মৌলবাদীরা মিসিল বের করে কতলের ফতোয়া জারি করে জীবনকে বিপন্ন করে দিবে। মুরতাদ, কাফের আখ্যা পেয়ে ব্লাসফেমী আইনের ভয়ে অনেকে ইসলাম নিয়ে কোন কথা বলতেই সাহস পান না। সকলের চিন্তা ও বুদ্ধি এক পর্যায়ের নয়। অথচ ইসলাম সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন জাগলে প্রাণের ভয়ে অনেকে প্রশ্নের সঠিক উত্তর না জানতে পেরে ভুল ধারণা নিয়েই চুপচাপ জীবন কাটিয়ে দেয়। বিপদের ঝুঁকি কেউ নিতে চায় না। যদি কেউ সাহস করে এলোমেলো প্রশ্ন করে ফেলে তার কপালে দেশ ত্যাগী হওয়া ছাড়া আর কোন গত্যন্তর নেই। মুসলমানের ভয়ে অমুসলমানদের দেশে গিয়ে প্রাণ বাঁচাতে হয়। ফলে তাদের আর সংশোধনের সুযোগ ঘটে না।

সহী হাদীস পাঠে জানা যায় যে, মহানবী (সাঃ) বলে গেছেন, এমন এক সময় আসবে যখন ইসলামের শুধু নাম থাকবে, প্রকৃত ইসলাম থাকবে না। কুরআনের অক্ষরগুলি থাকবে তবে কুরআনের শিক্ষা থাকবে না। বড় বড় হেদায়াতশূন্য মসজিদ থাকবে। ঐ সময়ের আলেমরা আকাশের নীচে নিকৃষ্টতম জীব হবে, ওরা ফেৎনা-ফাসাদ সৃষ্টি করবে। কত সত্য এই ভবিষ্যদ্বাণী ! মুসলিম দেশগুলির প্রতি লক্ষ্য করলে যে কেউ এর সত্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হবে।

এই পবিত্র হাদীসের আলোকে দেখা যায় যে, মৌলবাদীরা যাকে ইসলাম বলছে, যাকে কুরআনী শাসন বলছে তা প্রকৃত ইসলাম এবং কুরআনী বিধান নয়। (এটিসি)

21st Issue
15th May, 1997
Fortnightly THE AHMADI রেজিঃ নং-ডি, এ-১২

لا اله الا الله محمد رسول الله

MUSLIM TV AHMADIYYA INTERNATIONAL

দিবারাত্র প্রচাররত একমাত্র মুসলিম টেলিভিশন (MTA)

মুসলিম টেলিভিশন আহ্‌মদীয়া পৃথিবীর পাঁচটি মহাদেশে নানা ভাষায় ইসলাম প্রচার করে চলেছে। পবিত্র কুরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যা, তত্ত্ব ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা এবং যুগ-খলীফার খুতবা সরাসরি প্রচার করে থাকে। ডিশের বর্তমান অবস্থান ৫৭° ডিগ্রী ইষ্ট (East) এবং ভিডিও ফ্রিকোয়েন্সি ১০৯০ ও ৯৭৫-এর মধ্যে। অডিও ফ্রিকোয়েন্সি ৬.৫০তে অনুষ্ঠান শুনতে পারেন। বাংলায় অনুষ্ঠান শুনতে পারেন ৭.৩৮-৪০ বা ৪২ মেগাহার্টসে।

আপনিও খলীফাতুল মসীহ্ (আইঃ)-এর জুমুআর খুতবা বাংলাদেশ সময় শীতকালে সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিটে এবং গ্রীষ্মকালে সন্ধ্যা ৬.০০ মিনিটে শুনতে পারেন।

আহ্‌মদীয়ত সম্বন্ধে জানতে হলে নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন ঃ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
৪ বক্‌শী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহ্‌মদীয়া আর্ট প্রেস, ৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। দূরালাপনী ঃ ৫০১৩৭৯, ৫০৫২৭২
সম্পাদক ঃ মকবুল আহমদ খান
Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh 4, Bakshibazar Road, Dhaka-1211
Phone : 501379, 505272